আপনি কিভাবে হজ্জ করবেন

হজ্জের সফরের ধারাবাহিক বর্ণনা

আলহাজ্জ মুফতী লুৎফুর রহমান ফারুকী

চেয়ারম্যান : আকবর হজ্জ গ্রুপ বাংলাদেশ

চেয়ারম্যান : ইসলামিক কিন্ডার গার্টেন সোসাইটি

প্রতিষ্ঠাতা : যশোর জামিয়া ইসলামিয়া

আপনি কিভাবে হজ্জ করবেন

* হজ্জের সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনা

* হজ্জের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের বর্ণনা

* হজ্জ ও ওমরার প্রয়োজনীয় দু'আসমূহ

আলহাজ্জ মুফতী লুৎফুর রহমান ফারুকী
চেয়ারম্যান ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক কিন্ডার গার্টেন সোসাইটি, ঢাকা।
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ঃ ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদরাসা
মোবাইল ঃ ০১৭৩৫১০২৮২২, ০১৯১৩১৭৬০৩৩

সহযোগিতায়
আলহাজ্জ মুফতী আবুল বাশার
মুহাদ্দিস, জামেয়া ইসলামিয়া এমদাদুল উলূম
বাগ্নীবাড়ী, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯১১-৩১৭৯৫৪

হাদিয়া : আপনার আন্তরিক দু'আ

মুদ্রণেঃ ফ্রেন্ডস প্রিন্টিং সলিউশন নয়াপল্টন,ঢাকা। মোবাইল: ০১৭১৮৩৬৯৪৭০

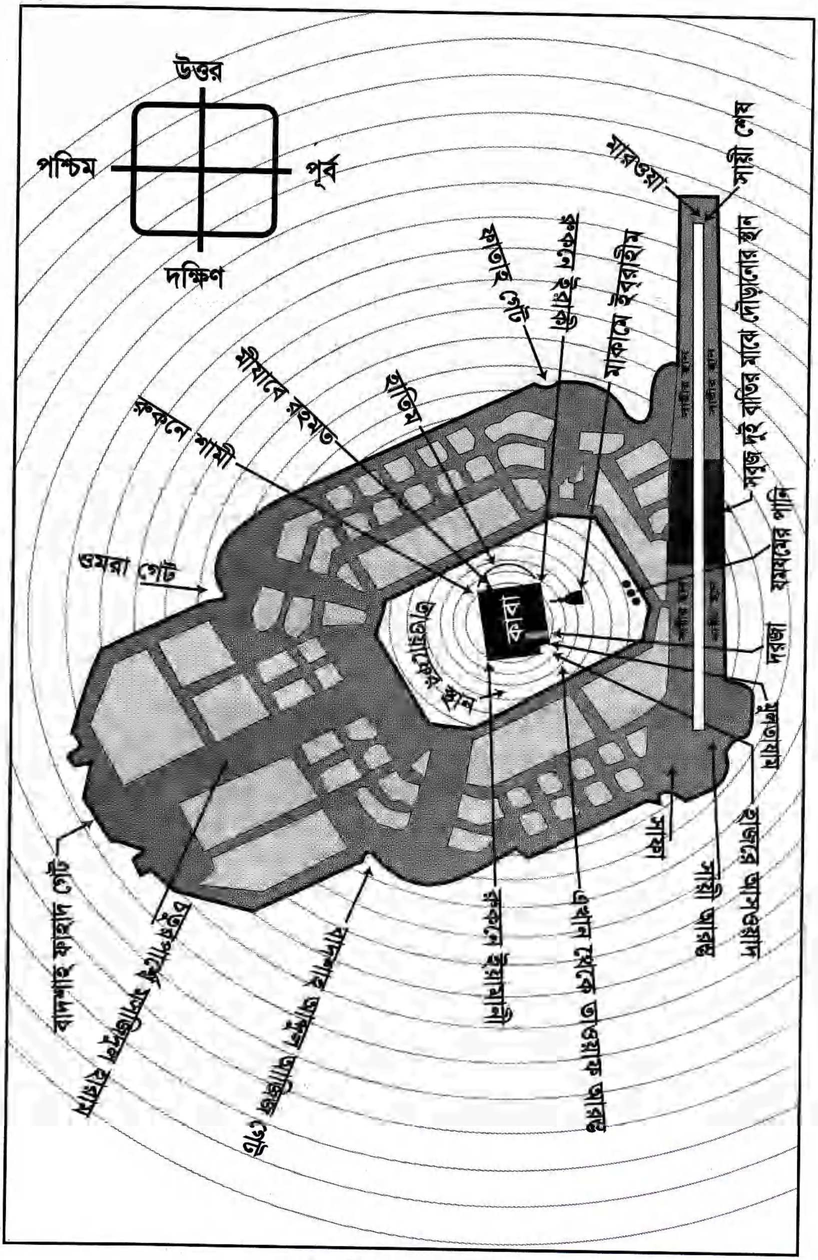

হারাম শরীফের পূর্ণাঙ্গ চিত্র

সূচীপত্র

- প্রথমে নিয়ত সহীহ করে নিন ---------- ৫
- তাওবা ও ঋণ পরিশোধ করুন ---------- ৫
- ভাল একজন সফর সাথী খুঁজে নিন ---------- ৫
- হজ্জের টাকা জমা ও কাগজপত্র তৈরী ---------- ৫
- হজ্জের মাসায়েল ও দু'আ শিখে নিন ---------- ৬
- হজ্জের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন ---------- ৬
- সফরের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র সাথে নিন ---------- ৭
- হজ্জের সফরের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ---------- ৭
- পরিবার ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিদায় গ্রহণ ---------- ৮
- একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমীর নির্বাচন করুন ---------- ৮
- আমীরের আনুগত্য করা অত্যন্ত জরুরী ---------- ৯
- হজ্জের সফরে দুটা গুণের বেশী প্রয়োজন ---------- ৯
- কোন্ প্রকার হজ্জ করবেন তা নির্ধারণ করুন ---------- ১০
- প্রথমে কোথায় যাবেন তা ঠিক করে নিন ---------- ১০
- হজ্জ ক্যাম্পে গিয়ে করণীয় ---------- ১১
- ইহরাম বাধাঁর পূর্বে করণীয় ---------- ১২
- ইহরাম বাঁধার পর করণীয় ---------- ১৩
- বিমান বন্দরে উপস্থিতি ---------- ১৩
- বিমান বন্দরের ভিতরে করণীয় ---------- ১৪
- বিমানের মধ্যে করণীয় ---------- ১৪
- জেদ্দা বিমান বন্দরে করণীয় ---------- ১৫
- মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ও মক্কায় পৌঁছে করণীয় ---------- ১৬
- ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ---------- ১৭
- তাওয়াফ কিভাবে করবেন ---------- ১৯
- তাওয়াফ শেষে করণীয় ---------- ২৩
- সায়ী কিভাবে করবেন ---------- ২৪
- ইহরাম থেকে কিভাবে হালাল হবেন ---------- ২৮
- হজ্জের পূর্বের অবসরে করণীয় ---------- ২৮

- মক্কার দর্শনীয় স্থানের যিয়ারা ---------- ২৯
- মদীনায় যাওয়ার প্রস্তুতি ---------- ৩০
- মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ---------- ৩১
- মসজিদে নববীতে উপস্থিতি ও রওযাপাকে সালাম পেশ ---------- ৩২
- মদীনায় অবস্থান কালে করণীয় ---------- ৩৪
- মদীনার দর্শনীয় স্থানের যিয়ারা ---------- ৩৭
- মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ---------- ৩৭
- হজ্জের ইহরাম ও মিনার প্রস্তুতি ---------- ৩৯
- মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ---------- ৪০
- মিনা অবস্থান ও করণীয় ---------- ৪১
- আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ---------- ৪২
- আরাফার ময়দানে অবস্থান ও করণীয় ---------- ৪২
- মুযদালিফায় গমন ও সেখানে করণীয় ---------- ৪৪
- মুযদালিফা থেকে রওয়ানা ও কংকর নিক্ষেপ ---------- ৪৫
- দমে শুকুর বা কোরবানী আদায় ---------- ৪৭
- তিন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ ---------- ৪৮
- তাওয়াফে যিয়ারাত বা ফরয তাওয়াফ ---------- ৫০
- তিন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ ও মক্কায় রওয়ানা ---------- ৫০
- হজ্জের পরের অবসরে করণীয় ---------- ৫১
- প্রয়োজনীয় কেনা-কাটা ---------- ৫২
- দেশে ফেরার প্রস্তুতি ---------- ৫৩
- দেশের উদ্দেশ্যে জেদ্দা রওয়ানা ---------- ৫৩
- জেদ্দায় পৌঁছে করণীয় ---------- ৫৪
- ঢাকা বিমান বন্দরে এসে করণীয় ---------- ৫৪
- নিজ গৃহে গমন ---------- ৫৫
- হাজী সাহেব হওয়ার পর আপনার করণীয় ---------- ৫৬
- হজ্জের মাসায়েল ---------- ৫৬-৬০
- হজ্জ ও ওমরার দু'আ ---------- ৬১-৬৯
- দিনওয়ারী হজ্জের কার্যক্রম ---------- ৭০

প্রথমে নিয়ত সহীহ্ করে নিন

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

নিয়তের উপরই সমস্ত ইবাদাত নির্ভরশীল। নিয়ত যত বিশুদ্ধ হবে সাওয়াবও তত বেশী হবে। তাই হজ্জের ইরাদা করতেই নিয়ত সহীহ্ করে নিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বা খ্যাতি অর্জন অথবা ভ্রমনের উদেশ্যে হজ্জ করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য, বরং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয আদায়ের নিয়তে হজ্জ করতে হবে। এই ভাবে সহীহ্ নিয়তে, হজ্জের নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থেকে যে হজ্জ আদায় করা হয় তাকে হজ্জে মাবরূর বলে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হজ্জে মাবরূরের বদলা একমাত্র জান্নাত।

তাওবা ও ঋণ পরিশোধ করুন

হজ্জের পূর্বেই খালেছ ভাবে তাওবা করে নিন। বিগত দিনের সমস্ত গুনাহ্ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিন। আগামীতে সর্ব প্রকার গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্প করুন। তাওবা কবূলের জন্য এবং হজ্জে মাবরূর নসীব হওয়ার জন্য বিনয় ও খুশু-খুজুর সাথে দু'আ করতে থাকুন। কেউ টাকা পয়সা পাওনা থাকলে বা কারো সাথে অন্য কোন মুআমালা থাকলে তা পরিস্কার করার চেষ্টা করুন, কারো মনে কোন প্রকার কষ্ট দিয়ে থাকলে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন।

ভালো একজন সফর সাথী খুঁজে নিন

হজ্জে যাওয়ার পূর্বে এক/দুই জন ভালো সফর সাথী খুঁজে নিন। সফর সাথী দ্বীনদার, আমানাতদার হওয়া আবশ্যক। পূর্বে হজ্জ করেছেন এমন ব্যক্তি হলে ভাল হয়। যিনি আপনার হজ্জের কাজে সহযোগিতা করতে পারবেন। প্রয়োজনে আপনার মাল সামানা হেফাযত করবেন। আবার অসুস্থ হলে ডাক্তারের নিকট নিতে পারবেন বা আপনার সেবা করতে পারবেন।

হজ্জের টাকা জমা ও কাগজ পত্র তৈরী

হজ্জ যাত্রীগণ পাসপোর্ট সাইজের ১২ কপি, ষ্টাম সাইজের ৮ কপি মোট ২০ কপি রঙ্গিন ছবি সহ ফরম পূরণ করে এজেন্সীতে জমা দিবেন।

ফরম এজেন্সীতে জমা দেওয়ার সময় মক্কা-মদীনার বাড়ী ভাড়া ও মু'আল্লিম ফি বাবদ ধার্যকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর ব্যাংক একাউন্টে জমা দিয়ে তার রশিদ এজেন্সীতে জমা দিবেন। যথাসময়ে ম্যানেনজাইটিস টিকা দিয়ে মেডিক্যাল কার্ড এবং যাত্রীর ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট এজেন্সীতে জমা দিবেন। পাসপোর্ট জমা দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাসপোর্টের মিয়াদ হজ্জ থেকে ফেরার পর কমপক্ষে ৬ মাস থাকে। যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল বা টেলিফোন নাম্বার ফরমে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। সরকার ঘোষিত হজ্জের টাকা জমা দেয়ার শেষ তারিখের মধ্যে এককালীন অথবা দুই কিস্তিতে হজ্জের বাকী সম্পূর্ণ টাকা এজেন্সীর একাউন্টে জমা দিয়ে তার রশিদ এজেন্সীতে জমা দিবেন। স্মরণ রাখবেন ফরম পূরণ করে এজেন্সিতে জমা দেওয়ার পর কোন যাত্রী ওজর বশতঃ হজ্জে যেতে না পারলে তিনি বাড়ী ভাড়ার টাকা ফেরৎ পাবেন না। আর টিকেট রি-কনফার্ম হওয়ার পর হজ্জে না গেলে খাওয়া, কোরবানী এবং টিকেট রিফান্ডকৃত টাকা রিফান্ড হওয়ার পর ফেরৎ পাওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট যাত্রী ফেরত পাবেন, বাকী টাকা ফেরত পাবেন না।

হজ্জের মাসায়েল ও দু'আ শিখে নিন

নামাযের ন্যায় হজ্জের ভিতরেও এমন কিছু বিষয় রয়েছে যার কোনটা ফরয, কোনটা ওয়াজিব, কোনটা সুন্নাত ও মোস্তাহাব। আবার কিছু বিষয় নিষিদ্ধ এবং মাকরূহও রয়েছে। হজ্জের সফরে বিভিন্ন সময় পড়ার জন্য বেশ কিছু দু'আ রয়েছে যার কোনটা ওয়াজিব. আবার কোনটা সুন্নাত ও মুস্তাহাব। এগুলো হজ্জে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই শিখে নেয়া দরকার। আমার লেখা হজ্জ ও ওমরার দু'আ নামক বই থেকে দু'আগুলো শিখে নিতে পারেন।

হজ্জের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন

শুধু বই পড়ে হজ্জ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে না। বরং স্পষ্ট ধারণার জন্য প্রাক্টিক্যাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন মসজিদে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম ৩ দিন-৭ দিনের হজ্জ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। আকবর ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনাল এর পক্ষ থেকে আমি নিজেও (এই বইয়ের লেখক মুফতী লুৎফুর রহমান ফারুকী) বিভিন্ন মসজিদে

হজ্জের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। আকবর হজ্জ গ্রুপের প্রত্যেক মুআল্লিমও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। আপনার সুবিধামত যে কোন স্থান থেকে তিনটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। কমপক্ষে একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজন। মহিলাদের জন্য ভাল ব্যবস্থা থাকলে প্রশিক্ষণে তাদের উপস্থিত করা দরকার।

সফরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে নিন

হজ্জের সফরে মাল-সামানা যত কম নিবেন, চলাফেরা করতে তত সহজ হবে। তবে সফরের সময় প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সাথে না থাকলে অনেক সময় কষ্ট পেতে হয়। কিন্তু হজ্জের সফরে সাথে কিছু রিয়াল থাকলে সমস্যা হয় না। কারণ আপনি যেখানেই থাকবেন তার পাশে প্রয়োজনীয় সবকিছু কিনতে পাবেন। অতএব অতিরিক্ত জিনিস নেয়ার কোন যুক্তি নেই। অনেক সময় হজ্জযাত্রীগণ চিড়া, গুড়, নারিকেল, কম্বল সহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস নিয়ে ব্যাগ এত বড় করে ফেলেন যে, চলাফেরা করতে তাদের অনেক কষ্ট হয়। অথচ এর অনেক জিনিস যেভাবে নিয়ে যান সে ভাবেই ফেরৎ আনেন। তাই এ ব্যাপারে গ্রুপ প্রধান বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ একান্তই প্রয়োজন। নিম্নে হজ্জের সফরের প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা দেয়া হলো।

হজ্জের সফরের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী

ইহরামের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঃ

পুরুষদের ইহরামের জন্য আড়াই হাত বহরের আড়াইগজ করে দুই পিছ ও তিনগজ করে দুই পিছ সাদা কাপড়। মহিলাদের ইহরামের জন্য সালোয়ার, কামিজ ও বোরকা ইত্যাদি সাধারণ কাপড়ই যথেষ্ট। ইহরামের সময় কোমরে বাঁধার ১টি বেল্ট, একজোড়া স্পঞ্জের সেন্ডেল, তাওয়াফের সময় জুতা/সেন্ডেল রাখার জন্য একটি কাপড়ের ব্যাগ। ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় মাথা মুণ্ডানোর জন্য ব্লেড, রেজার ও কেঁচি।

থাকা-খাওয়ার ও পরিধানের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঃ

একটি করে বিছানার চাদর, হাওয়ার বালিশ, গায়ে দেয়ার ১টি করে চাদর/ শাল, গ্লাস ও প্লেট। পুরুষদের একমাস ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় লুঙ্গি, পাজামা, জামা, গেঞ্জী, টুপি, গামছা, জুতা, মোজা ইত্যাদি।

মহিলাদের একমাস ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সালোয়ার, কামিজ, ওড়না, শাড়ি, ব্লাউজ, বোরকা, সেন্ডেল ইত্যাদি।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঃ

মেসওয়াক, ব্রাশ, পেষ্ট, টয়লেট পেপার, আয়না, চিরুনী, তেল, সাবান, দাঁতের খিলাল, ইত্যাদি প্রয়োজনমত। ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা এবং কাগজ পত্র হেফাজতের জন্য একটি হাজীব্যাগ। উল্লেখিত মালামাল হেফাজতের জন্য একটি বড় ব্যাগ বা লাগেজ। যা আপনার মু'আল্লিমের সাথে পরামর্শক্রমে সংগ্রহ করে নিন।

পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদায় গ্রহণ

হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ঘরে বা মহল্লার মসজিদে দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করুন। সালাম ফিরিয়ে আয়াতুল কুরসী ও সূরা কুরাইশ পাঠ করে সফর সহজ হওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট ক্ষমা চেয়ে দু'আ করতে বলুন এবং বিদায়ী মুছাফাহা করে নিন। এবার আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে দু'আ পড়ে অতিশয় আনন্দিত মনে বের হয়ে পড়ুন। চিন্তিত ও বিমর্ষ অবস্থায় বের হবেন না। সম্ভব হলে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে কিছু দান খয়রাত করুন। তারপর যানবহনে উঠে যানবাহনের দু'আ পাঠ করুন।

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাজি সাখখারালানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লা-মুনকালিবূন।

অর্থঃ অতি পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি এ সমস্ত জিনিসকে আমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, অথচ এসব আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যাব।

একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমীর নির্বাচন করুন

হজ্জ ক্যাম্পে এসে বা এর আগেই একজন অভিজ্ঞ-যোগ্য ও ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে আমীর বানিয়ে নিন। আমীর সাহেব আলেম হলে ভাল হয়।

আকবর ট্রাভেল্‌স ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে গমনিচ্ছুক যাত্রীদের আমীর সাহেব যেহেতু পূর্বেই নির্ধারিত থাকেন তাই হজ্জ ক্যাম্পে আসার পর আপনি আপনার আমীরের মা'মূর হয়ে গিয়েছেন। এখন আর আপনি ইচ্ছা মত কিছুই করবেন না। বরং আমীরের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী সব কিছু করার চেষ্টা করবেন।

আমীরের আনুগত্য করা অত্যন্ত জরুরী

আমীর সাহেব একজন আর কাফেলার সাথী অনেক। তাই আমীর সাহেবকে সহযোগিতা না করলে তিনি কাফেলা ঠিকমত পরিচালনা করতে পারবেন না। তাতে আমীর সাহেব তো বটেই আপনার পেরেশানীও বেড়ে যাবে বহুগুন। অনেক সময় সাধারণ বিষয় নিয়ে আমীর সাহেবের প্রতি সাথীরা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। শুধু অসন্তুষ্টই নয় বরং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমীর সাহেবের সাথে রীতিমত ঝগড়া ফাসাদও করার কথা শোনা যায়। রাসূল (সা.) বলেছেন, "সফর আগুনের টুকরা" কারণ সফরে সবকিছু প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যায় না। অনেক কিছুই চাহিদার বিপরীত হয়ে যায়। তাই মনের বিপরীত হলেও আমীর সাহেবকে সহযোগিতা করতে হবে। সবচেয়ে বড় সহযোগিতা হল আমীর সাহেবের আনুগত্য করা এবং সাথীদেরকে আনুগত্য করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। অনেকেই সাধারণ বিষয় নিয়ে আমীর সাহেবের বিরুদ্ধে গ্রুপিং করেন। আবার কেউ অর্থ ও পদমার্যদার দাপট দেখিয়ে আমীর সাহেবের বিরোধিতা করেন। এগুলো অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এর দ্বারা আপনার হজ্জের বরকত নষ্ট হয়ে যাবে। কেহ কখনো এগুলো করবেন না। বরং এ গুলো যারা করবেন তাদের সাথেও চলাফেরা করবেন না। আমীর সাহেবকে যে যত বেশী মানতে পারবেন তার সফর ততবেশী আনন্দময় ও বরকতপূর্ণ হবে ইন্‌শা-আল্লাহ। প্রয়োজনে আমীর সাহেবকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। যদি তিনি সে পরামর্শ মানেন আলহাম্‌দুলিল্লাহ অন্যথায় মনক্ষুণ্ন হওয়া উচিত নয়।

হজ্জের সফরে ২টা গুণের বেশী প্রয়োজন

(১) ধৈর্য ধারণ করাঃ হজ্জের সফরে অনেক কিছু মনের বিপরীত হতে পারে। যেমন–গাড়ী আসার কথা ১০ টায় গাড়ী আসলো বেলা ২ টায়। গাড়ী থামানোর প্রয়োজন তাঁবুর কাছে অথচ থামালো এক কিলোমিটার দূরে। বাসায় সীট নেওয়ার ইচ্ছা ছিল ১ম তলায় কিন্তু সীট পাওয়া গেল

৩য় তলায়। খাবার দেয়ার কথা দুপুর ২টায়, কোন দিন খাবার দিল বিকাল ৪টায় ইত্যাদি। ইচ্ছার বিপরীত অনেক কিছুই হতে পারে। সেক্ষেত্রে মনকে বুঝিয়ে ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে। অধৈর্য হওয়া যাবেনা। তাতে পেরেশানী আরো বেড়ে যাবে এবং হজ্জের কাজ সঠিক ভাবে পালন করা কঠিন হয়ে যাবে।

(২) বেশী-বেশী ক্ষমা করা ঃ হজ্জের সফরে বিভিন্ন প্রকার মানুষের সাথে চলা-ফেরা করতে হবে। এক সাথে উঠা-বসা খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। যাদের কেউ শিক্ষিত, কেউ অশিক্ষিত, কেউ বিবেচক কেউ অবিবেচক, আবার কেউ শান্ত কেউ অশান্ত ইত্যাদি। এক বাড়ীতে এক মায়ের তিন সন্তান মিলে মিশে থাকতে পারে না, অতএব বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন চরিত্রের এত গুলো মানুষ নিয়ে চলতে গেলে বাস্তবিক হোক আর আপনার দৃষ্টিতে হোক সাথীদের অসংখ্য ভুলত্রুটি আপনার চোখে ধরা পড়বে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক অপরাধ সাথীরা করে বসবে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে মহান ব্যক্তিদের মত উদার চিত্বে ক্ষমা করা।

কোন প্রকার হজ্জ করবেন তা নির্ধারিণ করুন

হজ্জ তিন প্রকার ঃ (১) ক্বেরান (২) তামাত্তু (৩) ইফরাদ। তামাত্তু হজ্জ তুলানামূলক সহজ বিধায় বাংলাদেশী হজ্জ যাত্রীগণ সাধারণত তামাত্তু হজ্জ করে থাকেন। তবে বদলী হজ্জ পালনকারীদের জন্য ইফরাদ হজ্জই করা উচিত তবে আদেশ দাতার অনুমতি নিয়ে তারা তামাত্তু অথবা ক্বেরান করতে পারেন। আপনি যে প্রকার হজ্জই করুন না কেন, আগে থেকেই তা আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে। বিশেষ করে হজ্জ ক্যাম্পে গিয়ে অবশ্যই নির্ধারণ করে নিবেন। কারণ প্রত্যেক হজ্জের জন্য কিছু সতন্ত্র মাসায়েল ও নিয়ম রয়েছে। অতএব আপনি যে প্রকারের হজ্জ করতে ইচ্ছুক সে প্রকারের হজ্জের নিয়ম-কানুন বিশেষ ভাবে শিক্ষা করা আপনার জন্য অতি জরুরী।

প্রথমে কোথায় যাবেন তা ঠিক করে নিন

শরীয়তের দৃষ্টিতে মক্কা বা মদীনা যে কোন স্থানে আগে যেতে পারেন। ফরয হজ্জ আদায়কারীর জন্য হজ্জ ছুটে যাওয়ার কোন প্রকার আশঙ্কা থাকলে আগে হজ্জ আদায় করা উত্তম।

তবে আকবর হজ্জ গ্রুপের যাত্রীদের দুই ব্যাচে হজ্জে পাঠানো হয়।

প্রথম ব্যাচ ঃ আগে মক্কায় অবস্থানের পর ২৫ শে জিলকদ মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মদীনায় ৮ দিন থাকার পর মক্কায় এসে হজ্জ শেষ করে হজ্জের পর পরই দেশে চলে আসেন।

দ্বিতীয় ব্যাচ ঃ ২৫ শে যিলক্বদ মদীনায় যান। সেখানে ৮ দিন অবস্থান করে মক্কায় এসে হজ্জ আদায় করেন। তারা মক্কা শরীফে ১৫/ ২০ দিন অবস্থানের পর দেশে চলে আসেন। আপনি যে ব্যাচে যেতে ইচ্ছুক ফরম জমা দেওয়ার সময় তা নির্ধারণ করে দিবেন। এজেন্সীকে সে অনুযায়ী ফ্লাইট দিতে বলবেন।

হজ্জ ক্যাম্পে গিয়ে করণীয়

হজ্জ ক্যাম্পে হজ্জের সফরের যাবতীয় জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। ইহরামের কাপড়, কোমর বেল্ট, হ্যাণ্ড ব্যাগ, হাজী ব্যাগ ইত্যাদি। সুতরাং প্রয়োজনীয় কোন জিনিস এখানে এসে কিনব, এ অপেক্ষা না করে পূর্বে থেকেই সব সামানা সংগ্রহ করে নিন। কিছু রিয়াল সাথে নিয়ে নিন। ইচ্ছা করলে বাংলাদেশী টাকাও সাথে রাখতে পারেন। মক্কা বা মদীনায় গিয়ে প্রয়োজনমত রিয়াল বানিয়ে নিতে পারবেন। কম পক্ষে ৫০০ রিয়াল সাথে নেয়া ভাল। বেশী নিলে কোন অসুবিধা নেই। রিয়াল কোমর বেল্টের পকেটে রাখতে পারেন। তবে কোমর থেকে অনেক সময় রিয়াল চুরি হয়ে যায়। আবার ব্যাগে রাখলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই রিয়াল খুব সাবধানে রাখবেন। প্রয়োজনে বিশ্বস্ত কোন সাথী বা আমীর সাহেবের নিকট হিফাযতের জন্য রাখতে পারেন। যাহোক প্রথমে মক্কায় গেলে ইয়ালামলাম থেকে আমাদের ইহরাম বাঁধতে হবে। তবে বিমানের ভিতর ইহরাম বাঁধা বেশ ঝামেলার কাজ তাই হজ্জ ক্যাম্পে এসে কিংবা বাড়ী থেকে ইহরাম বেঁধে নেওয়া ভাল।

ফ্লাইটের ৫/৬ ঘণ্টা বাকী থাকতে খানা-পিনাসহ সকল প্রয়োজন সেরে নিন। মাল-সামানা গুছিয়ে নিন। মক্কায় পৌছা পর্যন্ত রাস্তায় প্রয়োজন হতে পারে এমন কোন জিনিস বড় ল্যাগেজ-ব্যাগে রাখবেন না। কারণ বড় ব্যাগ মক্কায় পৌছার পূর্বে খোলার সুযোগ পাবেন না। তাই রাস্তায় প্রয়োজন হতে পারে যেমনঃ হজ্জের দুই একটা বই, কলম, গামছা, রুমাল, প্রয়োজনীয় ওষুধ, কিছু শুকনা খাবার, ইত্যাদি একটি হ্যান্ড ব্যাগে রেখে বড় ব্যাগে তালা লাগিয়ে দিন।

ইহরাম বাঁধার পূর্বে করণীয়

ইস্তেঞ্জা-উযূ এবং সম্ভব হলে গোসল করে ইহরামের কাপড় পরিধান করুন। মহিলাদের জন্য সাধারণ পরিধানের কাপড় ইহরামের জন্য যথেষ্ট। তবে ইহরামের জন্য নতুন বা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় অবশ্যই হওয়া উচিৎ। ইহরামের কাপড় পরার ব্যাপারে আমীর সাহেব বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা অবশ্যই নিতে হবে। ইহরামের কাপড় পরিধানের পর টুপি মাথায় দিয়ে দুই রাকা'আত ইহরামের নামায আদায় করুন। তারপর আমীর সাহেবের চতুষ্পার্শ্বে গোল হয়ে বসে পড়ে মাথার টুপি খুলে ফেলুন এবং আমীর সাহেবের সাথে ওমরার নিয়ত করুন।

ওমরার নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুমা ইন্নী উরীদুল উমরাতা ফাইয়াস্‌সির্‌হালী ওয়া তাকাব্বালহা মিন্নী।

অর্থঃ ইয়া আল্লাহ! আমি উমরা পালন করার নিয়্যত করছি; আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।

তারপর ইহরামের নিয়তে তালবিয়া পাঠ করুন ঃ

لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারীকা লাক।

অর্থঃ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, কোন শরীক নাই তোমার, আমি হাজির, নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই, আর সকল রাজত্বও তোমার, কোন শরীক নেই তোমার।

অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতী-মিনতী করে দু'আ করুন, "হে আল্লাহ! আমাদের ইহরাম কবুল করে নাও। ওমরা ও হজ্জ আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং তা কবুল করে নাও। আমাদের ছেলে-মেয়ে, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ সবকিছু আপনি হিফাযত করুন। আমীন"।

এবার হাজীব্যাগ বুকে বেঁধে নিন। পাসপোর্ট টিকেট ও অন্যান্য জরুরী কাগজপত্র হাজী ব্যাগে খুব সাবধানে রাখুন। কোথাও প্রদর্শন করতে হলে সাথে সাথে আবার ঠিকমত হিফাযত করুন। হজ্জের কাগজপত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এর কোনটা হারিয়ে গেলে পেরেশানীর সীমা থাকবে না।

ইহরাম বাঁধার পর করণীয়

আপনি এখন মুহরিম, অতএব মুহরিমের জন্য যে সব কাজ করা নিষেধ ইহরাম খোলার পূর্বে আপনি আর সে সব কাজ করতে পারবেন না। যেমন জামা-পায়জামা, গেঞ্জি, আন্ডার ওয়্যার ইত্যাদী সেলাই যুক্ত কাপড় পরতে পারবেন না। মাথা ঢাকতে পারবেন না। পায়ের পাতার মধ্যবর্তী হাড় ঢেকে যায় এমন জুতা মা মোজা পরতে পারবেন না। এগুলি শুধু পুরুষের জন্য প্রযোজ্য।

মহিলারা সেলাই যুক্ত কাপড় সহ যে কোন জুতা বা মোজা পরতে পারবে এবং মাথা ঢেকে রাখতে হবে, তবে মুখমণ্ডলে কাপড় লেগে যায় এমন ভাবে নেকাব পরতে পারবেন না। এ ছাড়া পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্যই সুগন্ধি যুক্ত জিনিষ ব্যবহার করা নিষেধ। স্ত্রী সহবাস বা তৎসম্পর্কীয় কোন রূপ আলোচনা করা নিষেধ। কারো সাথে ঝগড়া করা বা মারামারি করা শরীরের উকুন মারা ইত্যাদি কাজ মুহরিম ব্যক্তির জন্য নিষেধ। যা হোক এ সব ব্যাপারে আমীর সাহেব বা অভিজ্ঞ আলেমদের থেকে এ বিষয় গুলি সঠিক ভাবে জেনে নিবেন।

এখন আপনার সবচেয়ে বড় ইবাদাত হল তালবিয়া পাঠ করা। অতএব জাগতিক খেয়াল খুশি ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এখন থেকে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন।

বিমান বন্দরে উপস্থিতি

ফ্লাইটের আর মাত্র চার ঘণ্টা বাকী। আমীর সাহেবের পরামর্শ মত মাল-সামানা নিয়ে একটু উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে করতে বিমান বন্দরে উপস্থিত হোন। পাসপোর্ট হাতে নিয়ে আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে একজন একজন করে ভিতরে প্রবেশ করুন। আপনার মাল চেক বেল্টে দিয়ে চেক করিয়ে নিন। তারপর বিমান বন্দরের ভিতরে আমীর সাহেবের

নির্দিষ্ট করা স্থানে সকলে জমায়েত হোন। একটু উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন।

আমীর সাহেব সব সময় কাফেলার সাথে থাকবেন। কাফেলা বড় হলে প্রয়োজনে নিজের সহযোগিতার জন্য দুই একজন কর্মঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বেছে নিবেন। তারা কাফেলা পরিচালনায় আমীর সাহেবকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবেন এবং আমীর সাহেবের ইঙ্গিতে যখন যে খবরের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করে আমীর সাহেবকে অবগত করবেন। আমীর সাহেব সেই অনুযায়ী কাফেলা পরিচালনা করবেন।

বিমান বন্দরের ভিতরে করণীয়

এবার সকলে নিজ নিজ পাসপোর্ট হাতে নিয়ে আমীর সাহেবের নির্দেশে অভিজ্ঞ দুই একজন সাথীর সহযোগীতায় বডিংপাস নিয়ে আসুন। ষ্টিকার লাগিয়ে বড়ব্যাগ বা লাগেজ বেল্টে দিন। প্রবেশ ফরম পূর্বেই পূরণ করা না থাকলে ভাল লিখতে জানে এমন কয়েকজন মিলে ফরম পূরণ করে ফেলুন। তারপর ইমেগ্রেশনের জন্য লাইনে দাঁড়ান। ব্লেড, ছুরি বা কেঁচি হ্যান্ডব্যাগে বা নিজের সাথে রাখবেন না। কারণ এসব জিনিস সাথে থাকলে ইমেগ্রেশনে সমস্যা হতে পারে। যাহোক আমীর সাহেবের দেখা-দেখি সকলে ইমিগ্রেশন চেকের কাজ সেরে সামনে অগ্রসর হোন। যাত্রীরা বিশ্রামাগারে গিয়ে বসুন। বিমানের অপেক্ষা করতে থাকুন। বিশ্রামাগারের সাথে বাথরুমের ব্যবস্থা আছে। প্রস্রাব-পায়খানার জরুরত থাকলে এখান থেকে সেরে নিন। তবে কেউ আমীর সাহেবকে না বলে বা কাউকে সাথে না নিয়ে যাবেন না। বিমানে উঠার ঘোষণা হলে লাইনে দাঁড়িয়ে যান। আস্তে আস্তে বিমানের দিকে অগ্রসর হোন। বডিংপাস হাতে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করুন।

বিমানের মধ্যে করণীয়

বিমানে উঠে বডিংপাসে উল্লেখিত আপনার নির্ধারতি সীটে বসে পড়ুন। হ্যান্ডব্যাগটা আপনার মাথার উপরের বক্সে রেখে দিন। বিমান উঠার সময় এবং নামার সময় কোমর বেল্ট বেঁধে নিন। আবহাওয়া খারাপ থাকলে বিমান খুব নড়াচড়া করে তখন সীট থেকে উঠা বিপদজনক। তাই তখন বেল্ট বেঁধে সীটে বসে থাকবেন। বেশী-বেশী আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকুন। বিমানে উঠে গল্প-গুজব না করে বেশী-বেশী তালবিয়া পাঠ

করতে থাকুন। বিমানের ভিতর যখন যে সংকেত বা প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বাথরুমের প্রয়োজন হলে বিমানের ভিতরেই ব্যবস্থা রয়েছে। নামাযের ওয়াক্ত হলে উযূ-তায়াম্মুম করে কেবলামুখী হয়ে নিজ-নিজ সীটে বসে বা খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে নামায আদায় করে নিন। সফরে যোহর, আসর ও ইশার নামায কসর পড়তে হয়, সুন্নাত নামায না পড়লে কোন গুনাহ হয় না। জেদ্দায় যাওয়ার সময় নামাযের ওয়াক্ত অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। আবার আসার সময় অনেক সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে সঠিক ওয়াক্ত জেনে নামায আদায় করবেন। সাবধান কোন অবস্থাতেই নামায কাজা করবেন না।

বিমান ফ্লাই করার অল্প পরে বিমানের পক্ষ থেকে যাত্রীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। নিজ-নিজ সীটে বসে তা খেয়ে নিন। এছাড়া চা-বিস্কুট কেক ইত্যাদি হালকা নাস্তার ব্যবস্থাও থাকে। পানির পিপাসা লাগলে বিমানবালাদেরকে বললে সাথে-সাথে পানি এনে দিবে।

জেদ্দা বিমান বন্দরে করণীয়

বিমান থেকে নেমে তালবিয়া পাঠ করতে করতে আমীর সাহেবের সাথে চলুন। হজ্জ টার্মিনালে এসে ইমিগ্রেশন চেকের জন্য অপেক্ষা করুন। এখানে চেক ও অন্যান্য কাজ শেষ হতে বেশ সময় লাগবে। বিরক্ত হলে চলবে না। ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে। আমীর সাহেব যখন যেটা করতে বলেন তখন সেটা করুন। অধৈর্য হবেন না। সময় বেশী লাগলে কিছুই করার নেই। কারণ অর্থ বা ক্ষমতা দেখিয়ে কিছুই করা যাবে না। স্বাভাবিক ভাবেই কাজ আগাতে থাকবে। ঢাকা বিমান বন্দরে যে লাগেজ বেল্টে দিয়েছিলেন তা ইমেগ্রেশন শেষ করে পার্শ্বে চলন্ত বেল্ট থেকে খুঁজে নিন এবং আপনার সাথে রাখুন।

যা হোক ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ হলে এবার হজ্জ টার্মিনালে বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের নির্ধারিত যাত্রী বিশ্রামাগারে অবস্থান করুন। এখান থেকে মু'আল্লিমের গাড়ী আসলে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। গাড়ী আসতে বিলম্ব হলে অধৈর্য হবেন না। কারণ মু'আল্লিমের গাড়ী ব্যাতীত অন্য কোন গাড়ীতে আপনি মক্কায় যেতে পারবেন না। এখন টার্মিনালের বাহিরে যাওয়া যাবে না। আবার টার্মিনালের ভিতরে খাবারের দাম অনেক বেশী তাই সাথে কোন খাবার থাকলে তা খেয়ে অপেক্ষা করতে থাকুন।

মু'আল্লিমের গাড়ী আসলে মালামাল ট্রলিতে দিয়ে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হোন। গাড়ীতে উঠার নির্দেশ হলে গাড়ীতে উঠে পড়ুন। গাড়ীতে উঠার সময় মু'আল্লিমের লোক এসে আপনার পাসপোর্ট নিয়ে নিবে। তাতে কোন অসুবিধা নেই। এখন থেকে পাসপোর্ট মু'আল্লিমের হিফাযতে থাকবে। ফেরার পথে সময় মত আপনার পাসপোর্ট আপনি পেয়ে যাবেন।

জেদ্দা বিমান বন্দরের চিত্র

মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ও মক্কায় পৌঁছে করণীয়

জেদ্দা থেকে মক্কার দূরত্ব ৮০ কি. মি.। মক্কায় পৌঁছতে সময় লাগবে তিন/চার ঘণ্টা মত। মক্কায় পৌঁছে গাড়ী মু'আল্লিমের অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। সেখানে মু'আল্লিমের পক্ষ থেকে বক্সের মাধ্যমে হজ্জযাত্রীদের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। তারপর মু'আল্লিম কর্তৃক আপনাকে একটি হলুদ রং এর হ্যান্ডবেল্ট হাতে পরিয়ে দেয়া হবে। এই বেল্টে আপনার মু'আল্লিম নং এবং মু'আল্লিম অফিসের ঠিকানা ইত্যাদি সব কিছু আরবীতে লেখা থাকবে। এই বেল্ট মক্কায় থাকাকালীন সার্বক্ষণিক আপনার সাথে রাখতে হবে। আল্লাহ না করুন আপনি হারিয়ে গেলে এই বেল্ট দেখে লোকে আপনাকে মু'আল্লিমের অফিসে পৌঁছিয়ে দিবে। মু'আল্লিম অফিসের কাজ শেষ হলে আমীর সাহেব সাথীদের নিয়ে মক্কার ভাড়া করা বাড়ীতে উঠবেন। আগে সিট নির্ধারণ করা না থাকলে আমীর সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী আপনার সুবিধা মত একটি সিট বেছে নিন।

আপনার জিনিস পত্র আপনার সীটে রাখুন বা আমীর সাহেব যেখানে রাখতে বলেন সেখানে রেখে গোসল বা হাত মুখ ধুয়ে নিন। খাবারের ব্যবস্থা থাকলে খাবার খেয়ে নিন। এরপর তৈরী হয়ে যান জীবনের চির কাঙ্খিত আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফের এবং ওমরা পালনের জন্য।

ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

এবার আমীর সাহেব সকলকে নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের দিকে রওয়ানা হবেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সকলকে ইস্তেঞ্জা সেরে উযূ করে নিতে বলবেন। কারণ বিনা উযূতে তাওয়াফ করা যায় না। উযূ ইস্তেঞ্জা থেকে ফারেগ হওয়ার পর সকলকে একত্রিত করে ওমরার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিবেন এবং ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিবেন যেন কোন সাথী কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও ওমরার কাজগুলো নিজে নিজেই সঠিক ভাবে আদায় করে আসতে পারেন।

প্রথম বার ওমরা করার সময় সাথীদের হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। তাই নিজ নিজ হোটেলের কার্ড সকলকে একটি করে দিয়ে দিবেন এবং রওয়ানা হওয়ার পর রাস্তায় সাথীদের স্থানে স্থানে কিছু চিহ্ন স্মরণ করিয়ে দিবেন। যেন কেহ হারিয়ে গেলে হোটেল চিনতে কষ্ট না হয়। আর সম্ভব হলে যাত্রীদের কব্জী বেল্টের উল্টা পিঠে আমীর সাহেব মোবাইল নাম্বার লিখে দিবেন যেন প্রয়োজনে ফোন করে হোটেলের লোকেশন জেনে নিতে পারেন।

যাহোক মহিলা এবং দূর্বল সাথীদের মাঝে রেখে সবল সাথীরা চতুষ্পার্শ্বে থাকবেন। যেন বাহিরের কোন লোক কাফেলার মাঝে প্রবেশ করতে না পারে। আমীর সাহেব একটি পতাকা বা ছাতা উঁচু করে কাফেলার সামনে চলতে থাকবেন। কাফেলার সকলে পতাকা অনুস্মরণ করে আমীর সাহেবের পিছনে পিছনে চলতে থাকবেন। হারাম শরীফের চত্বরে এসে সকলকে জুতা/সেন্ডেল খুলে নিজ নিজ ব্যাগে রাখতে বলবেন এবং ওমরা পালনকারী পুরুষদেরকে এজতেবা করে নিতে বলবেন।

এবার বাদশা আব্দুল আজিজ গেট বা তার আশে-পাশের যে কোন গেট দিয়ে তালবিয়া পাঠ করতে করতে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহ তা'আলার পাক-দরবারের গৌরব ও মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক মসজিদে হারামে প্রবেশ করুন এবং প্রথমে ডান পা ভিতরে রেখে এই দু'আ পড়ুন।

بِسْـمِ الـلّٰـهِ وَ الـصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণঃ "বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি রব্বিগফিরলী যুনূবী ওয়াফ্তাহ্লী আবওয়াবা রহমাতিক"।

অর্থঃ আল্লাহ্র নামে শুরু করছি এবং অসংখ্য রহমত ও শান্তি আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর প্রতি বর্ষিত হোক। হে প্রতিপালক! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

বাদশাহ্ আব্দুল আযিয গেট

তালবিয়া পাঠ করতে করতে সামনে অগ্রসর হোন, একটু অগ্রসর হতেই চোখে পড়বে কালো চাদরে আবৃত সেই চির কাঙ্খিত আল্লাহ্র ঘর, কা'বা শরীফ। কা'বা শরীফ দৃষ্টিগোচর হতেই সকলে তিনবার বলুন "আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"।

কা'বা শরীফ দেখে সর্বপ্রথম যে দু'আ করা হয় আল্লাহ পাক তা কবুল করে থাকেন। তাই এ সময় কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে এই দু'আ পড়ুনঃ

اَعُـوْذُ بِـرَبِّ الْبَيْـتِ مِـنَ الـدَّيْـنِ وَالْـفَـخْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ ঃ আঊযুবি রব্বিল বাইতি মিনাদ্‌দাইনি ওয়াল ফখরি ওয়া মিন দ্বিইকিস সাদরি ওয়া আযাবিল কাব্‌রি।

অর্থঃ আমি কা'বা ঘরের মালিকের নিকট পানাহ্ চাচ্ছি ঋণ ও অহংকার থেকে, কৃপণতা থেকে এবং কবরের আজাব থেকে।

এছাড়াও আপনার জীবনের যে কোন নেক মাকসাদের কথা কা'বা ঘরের মালিকের নিকট পেশ করতে পারেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'আ হল আল্লাহ্‌র নিকট বিনা হিসাবে জান্নাত লাভের প্রার্থনা করা।

মসজিদে হারামে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়তে হয় না। বরং তাওয়াফ করাই হলো এ মসজিদের তাহিয়্যাহ্। অতএব বিলম্ব না করে দু'আর পরই তাওয়াফ আরম্ভ করা ভালো। যাহোক আর একটু সামনে অগ্রসর হলেই মাতাফ অর্থাৎ তাওয়াফের স্থান, এ মাতাফেই তাওয়াফ করতে হবে।

তাওয়াফ কিভাবে করবেন

এবার মাতাফে এসে কা'বা শরীফের যে কোনে হাজারে আসওয়াদ রয়েছে, সে দিকে মুখ করে দাঁড়ান এবং তাওয়াফের নিয়ত করে নিন।

তাওয়াফের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىٓ اُرِيْدُ الطَّـوَافَ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা ইন্নী উরীদুত তাওয়াফা ফাইয়াস্‌সিরহু লী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নী।

অর্থঃ আয় আল্লাহ, আমি তাওয়াফ করার ইচ্ছা করছি, তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।

অতঃপর হাজারে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় উভয় হাত কান বরাবর তুলে এই দু'আ পড়ুনঃ

بِسْـمِ اللّٰـهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَـلٰى رَسُـوْلِ اللّٰـهِ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

তাওয়াফের চিত্র

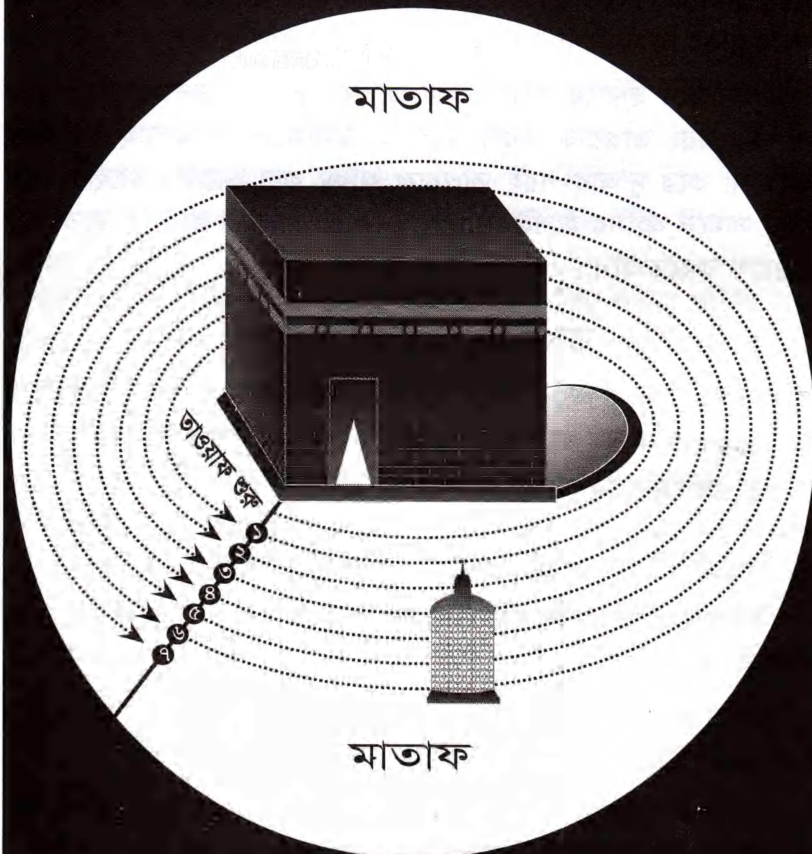

২য় পৃষ্ঠায় হারাম শরীফের পূর্ণাঙ্গ চিত্র রয়েছে
সেখান থেকে সবকিছু বুঝে নিন

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওলিল্লাহিল হামদু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাসদীকাম বিকিতাবিকা ওয়া ওফা'য়াম বি আহদিকা ওয়া ইত্তেবা'আন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন" (সা.)।

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র রমহত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং তোমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে তোমার নিকট দেয়া ওয়াদা পালন করেছি।

হাজারে আসওয়াদের চিত্র

অতঃপর হাত ছেড়ে দিয়ে হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হোন এবং হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করুন। ভিড়ের কারণে চুম্বন করতে না পারলে হাত দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করে হাতের তালুতে চুম্বন করুন। তাও সম্ভব না হলে উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে উভয় হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের দিকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করুন যেন হাতের পিঠ নিজের চেহারার দিকে থাকে। মনে মনে নিয়ত করুন যে, আপনি হাজারে আসওয়াদের উপর হাত রেখেছেন। অতঃপর হাতে চুম্বন করুন। তারপর ডানে ফিরে সামনের দিকে ঘুরতে আরম্ভ করুন।

স্মরণ রাখবেন যে, এই তাওয়াফের পরে যারা সায়ী করবেন তারা (শুধু পুরুষগণ) প্রথম তিন চক্করে রমল করবেন। রমল হলঃ তেজ দৃপ্ত পায়ে, ছোট ছোট কদম ফেলে বীরবিক্রমে বুক ফুলিয়ে কাঁধ হেলিয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করে তাওয়াফ করা। এবং এই তাওয়াফের সাত চক্করেই এজতেবা করবেন। এজতেবা হলঃ ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচের দিক হতে

পেঁচিয়ে বাম কাঁধের উপর এক মাথা ফেলে রাখা যেন ডান কাঁধ খোলা থাকে।

যাহোক একটু অগ্রসর হওয়ার পর কা'বা শরীফের উত্তর পার্শ্বে দেখবেন বুক পরিমাণ উঁচু ঘুরানো একটি দেয়াল। এটা হলো হাতিমে কা'বা। এটা কা'বা শরীফেরই অংশ। তাওয়াফের সময় হাতিমকে মাঝে রেখে তাওয়াফ করতে হবে। হাতিমকে বাদ দিয়ে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। এই হাতিমের মধ্যে নামায পড়া কা'বা শরীফের নামায পড়ার শামিল। সম্ভব হলে যে কোন সময় হাতিমের মধ্যে দুই/চার রাকা'আত নামায আদায় করবেন। হাতিম পার হয়ে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের নাম রুকনে ইয়ামানী। তাওয়াফের সময় এই রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা সুন্নাত। অতএব উভয় হাত অথবা ডান হাত দ্বারা রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করবেন। তবে চুম্বন করবেন না এবং রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করতে না পারলে ইশারাও করবেন না।

অতঃপর রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজারে আসওয়াদের দিকে যেতে যেতে এই দু'আ পড়ুনঃ

رَبَّنَـا اٰتِـنَـا فِـى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَـذَابَ الـنَّـارِ . وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার, ওয়া আদখিল্‌নাল জান্নাতা মা'আল আবরার ইয়া আযীযু ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল আলামীন"।

অর্থঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর এবং নেক লোকদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে মহাপরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল। হে বিশ্ব প্রতিপালক।

ঘুরে হাজারে আসওয়াদের কোণ্‌ বরাবর এসে পূর্বের ন্যায় হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করুন। সম্ভব না হলে হাত দ্বারা ইশারা করে হাতের তালুতে চুম্বন করুন। তবে তাকবীরে তাহ্‌রিমার ন্যায় কান বরাবর হাত উঠাবেন না। কারণ এটা শুধু প্রথম বারই করতে হয়।

হাজারে আসওয়াদের কোণ থেকে তাওয়াফ শুরু করে ঘুরে হাজারে আসওয়াদ বরাবর আসলে এক চক্কর। এ ভাবে সাত চক্কর শেষ করে ৮ম বার হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করুন বা হাত দ্বারা ইশারা করে হাতের তালুতে চুম্বন করুন। ব্যাস এক তাওয়াফ হয়ে গেল।

তাওয়াফ শেষে করণীয়

তাওয়াফ শেষ করার পর ইজতেবা খুলে ইহরামের কাপড় দ্বারা উভয় কাঁধ ঢেকে ফেলুন এবং মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাকা'আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায আদায় করে নিন। মাকামে ইবরাহীম হলো একটি পাথর যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। ইহা তাওয়াফ করার স্থানে কা'বা শরীফের দরজার দিকে গ্লাস ও পিতলের ছোট একটি গম্বুজের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে বেশী ভিড় থাকলে হারাম শরীফের ভিতরে যেখানে সম্ভব হয় সেখানে দুই রাকা'আত নামায আদায় করে নিন। এটা প্রতি সাত চক্করের পরে পড়া ওয়াজিব। তবে এ নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া যাবে না। বরং মাকরূহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর পড়তে হবে। সাবধান! অনেকেই উযূ করতে ঝামেলা ভেবে বিনা উযূতে এ নামায আদায় করে নেয়। ইহা মস্তবড় কবিরা গুনাহ।

মাকামে ইব্রাহীম (আ.)

নামায আদায়ের পর সাফা পাহাড়ের দিকে যেতে বাম পাশে রাখা যমযম পানির পাত্র থেকে তৃপ্তি সহকারে যমযমের পানি পান করুন। যমযমের পানি বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বা বসে বিসমিল্লাহ বলে পান করুন। দু'আ জানা থাকলে সাথে দু'আ পাঠ করুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফি'আন ওয়া রিযকান ওয়াসি'আন ওয়া শিফাআন মিন কুল্লি দায়িন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমি আপনার কাছ থেকে উপকারী জ্ঞান, পর্যাপ্ত রিযিক এবং সকল প্রকার রোগ থেকে মুক্তি কামনা করছি।

যমযমের পানি তিন ঢোকে পান করুন। পানি পান করে আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ পড়ে যমযমের পানি দ্বারা মাথা ও মুখমণ্ডল ধৌত করুন। সম্ভব হলে কিছু পানি শরীরে ছিটিয়ে নিন। অতঃপর দু'আ করুন । এটা ও দু'আ কবুল হওয়ার সময়।

হাজারে আসওয়াদ এবং কা'বা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাযাম বলে। সম্ভব হলে যমযমের পানি পান করার পর মুলতাযামে এসে মুলতাযামকে আঁকড়ে ধরে দু'আ করুন। ইহা দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম স্থান। ইচ্ছা করলে তাওয়াফ শেষ করেই আগে মুলতাযামে এসে কান্নাকাটি করতে পারেন এবং পরে ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায আদায় করে যমযমের পানি পান করতে পারেন।

সায়ী কিভাবে করবেন

এবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সায়ী করতে হবে। এটাই ওমরার ১ম ওয়াজিব। সায়ী আরম্ভ করতে প্রথমে তাওয়াফের ন্যায় হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করুন। বেশী ভিড় থাকলে হাত দ্বারা ইশারা করে হাতের তালুতে চুম্বন করুন। তারপর সম্ভব হলে বাবুস্‌সাফা দিয়ে অন্যথায় যে কোন দরজা দিয়ে মসজিদে হারাম থেকে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে উঠুন এবং এই দু'আ পড়ুন।

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

উচ্চারণ ঃ আবদাউ বিমা বাদায়াল্লাহু বিহি ইন্নাস সাফা ওয়াল মার্‌ওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আঁইয়্যাত্তাও ওয়াফা বিহিমা ওয়া মান তাতাও ওয়া'আ খায়রান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম"।

অর্থঃ আমি সে স্থান (অর্থাৎ সাফা) থেকেই শুরু করছি যেখান থেকে আল্লাহ্ শুরু করেছেন। নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ কিংবা উমরা করবে এই দু'টির তাওয়াফে (সায়ীতে) তার জন্য দোষ নেই, কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয় আল্লাহ পুরষ্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

তারপর বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে উভয় হাত আসমানের দিকে কাঁধ বরাবর উঠান। তিন বার উচ্চস্বরে তাকবীর ও তালবিয়া পাঠ করুন এবং আস্তে আস্তে দুরুদ পাঠ করুন। দু'আ শেষ করে ২-৪ মিনিট দাঁড়িয়ে তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন। তারপর যিকির-আযকারের সাথে স্বাভাবিক গতিতে মারওয়া পর্বতের দিকে রওয়ানা হোন। কিছুদূর অগ্রসর হলে দেখবেন সবুজ রঙ্গের বাতি এই দুই বাতির মধ্যবর্তী স্থানটুকু পুরুষগণ মধ্যম গতিতে দৌড়ে অতিক্রম করবেন এবং এ দু'আ পাঠ করবেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তাল আ'আয্‌যুল আকরাম।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দাও ও আমার প্রতি দয়া কর, তুমি মহাপরাক্রমশালী, মহাসম্মানী।

সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ীর দৃশ্য

মারওয়া পর্বতে পৌঁছে এর প্রশস্ত স্থানে থেমে যান। একটু ডানে ঝুঁকে বায়তুল্লাহকে সামনে নিয়ে সাফা পর্বতে দু'আ ইত্যাদি যে সকল আমল করেছিলেন সেগুলো এখানেও করুন। এইভাবে সাফা থেকে মারওয়া পর্বতে গেলে এক চক্কর হয়ে যাবে। আবার সাফার দিকে রওয়ানা হোন। সবুজ দুই বাতির মাঝের স্থানটুকু পূর্বের ন্যায় একটু দৌড়ে অতিক্রম করুন এবং সাফা পর্বতে উঠে পূর্বের ন্যায় দু'আ ইত্যাদি করুন। ব্যাস দুই চক্কর হয়ে গেল। এই ভাবে মারওয়ায় গিয়ে সাত চক্কর পূর্ণ হলে এক সায়ী সম্পন্ন হয়ে যাবে। সায়ী শেষ করে মাতাফে গিয়ে সম্ভব না হলে মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ে নিন। এটা মুস্তাহাব।

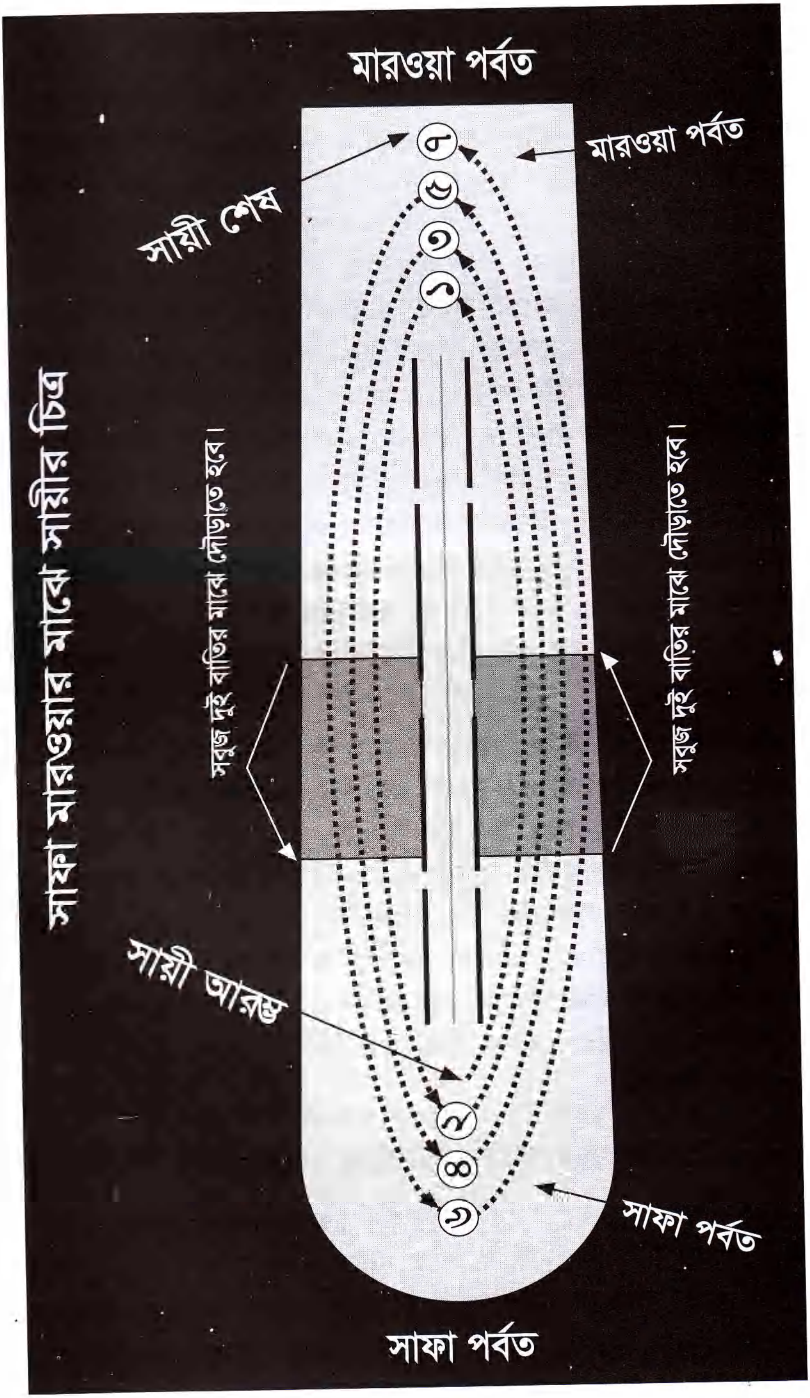
সাফা মারওয়ার মাঝে সায়ীর চিত্র
মারওয়া পর্বত
মারওয়া পর্বত
সায়ী শেষ
সবুজ দুই বাতির মাঝে দৌড়াতে হবে।
সবুজ দুই বাতির মাঝে দৌড়াতে হবে।
সায়ী আরম্ভ
সাফা পর্বত
সাফা পর্বত

ইহরাম থেকে কিভাবে হালাল হবেন

সায়ী শেষ করার পর এবার মাথার চুল মুণ্ডিয়ে/ছেঁটে ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পালা। এটা ওমরার দ্বিতীয় ওয়াজিব। মহিলাগণ মাহরাম পুরুষ অথবা নিজেরা একে অপরের মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ফেলুন। বেশী কাটবেন না। পুরুষগণ ইচ্ছা করলে এখানে মাথার চুল মুণ্ডাতে পারেন। পাশেই সেলুন আছে। তবে ভাল হয় সায়ীর পর আমীর সাহেব সকলকে নিয়ে হোটেলে চলে আসবেন। তারপর পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে মাথার চুল মুণ্ডিয়ে বা ছেঁটে ফেলবেন। ওমরা পালনকারীগণ সায়ী শেষ করে নিজের চুল না কেটে একে অপরের চুল কাটতে বা মুণ্ডাতে পারবেন। তাতে কোন সমস্যা নেই। মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটার মাধ্যমে আপনি ওমরার ইহরাম থেকে সম্পূর্ণ হালাল হয়ে গেলেন। ইহরাম বাঁধার পূর্বের ন্যায় সাধারণ কাপড় পরিধান করুন। এখন থেকে পুনরায় ইহরাম বাঁধা পর্যন্ত আপনি পূর্বের ন্যায় স্বাবাভিক ভাবেই সব কাজ করতে পারবেন। এখন স্বামী-স্ত্রী একসাথে থাকতেও পারবেন। তবে হজ্জের ইহরাম খুলার পর তাওয়াফে যিয়ারাতের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী মিলামিশা করা নিষেধ।

ওমরার ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার এ নিয়ম শুধু তামাত্তু হজ্জ পালনকারীদের জন্য প্রযোজ্য। ক্বেরান হজ্জ পালনকারীগণ সায়ীর পর মাথা মুণ্ডাবেন না এবং ইহরামও খুলবেন না বরং তারা এই ইহরামেই হজ্জ পালন করবেন। এফরাদ হজ্জ পালন কারীগণ মক্কায় প্রবেশের পর হজ্জের পূর্বে ওমরা করতে পারবেন না। তারা শুধু তওয়াফে কুদুম আদায় করবেন। ইচ্ছা করলে এ তাওয়াফে কুদুমের পর হজ্জের সায়ী অগ্রিম করে নিতে পারেন। তবে মাথা মুণ্ডাতে পারবেন না এবং ইহরাম থেকে হালালও হতে পারবেন না। বরং ক্বেরান হজ্জ আদায়কারীর ন্যায় এই ইহরামেই হজ্জ আদায় করবেন।

হজ্জের পূর্বের অবসরে করণীয়

এখন থেকে হজ্জের পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কোন আমল নেই। ৫ওয়াক্ত নামায বায়তুল্লাহ শরীফে গিয়ে পড়তে থাকুন। আর যখন সুযোগ পান মন ভরে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে থাকুন। সাধারণ তাওয়াফের জন্য ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক পোষাকে নামাযের আগে বা পরে যখন ইচ্ছা তাওয়াফ করতে পারেন। এ তাওয়াফে

রমল বা এজতেবা কিছুই করতে হয় না। বরং পূর্বের নিয়মে সাত চক্কর দিয়ে দুই রাকা'আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায পড়লেই একটি নফল তাওয়াফ হয়ে যাবে। তবে হজ্জের পূর্বে এত বেশী পরিশ্রম করবেন না যে আপনি শারীরিক ভাবে দূর্বল হয়ে পড়েন। কারণ তাতে মূল উদেশ্য বড় হজ্জে ত্রুটি আসতে পারে এবং বেশী বেশী নফল ওমরা করার চেয়ে বেশী বেশী তাওয়াফ করা অনেক উত্তম।

যাহোক পূর্বে উল্লেখিত প্রথম ওমরার ইহরাম নিজ নিজ মিক্বাত থেকে বেঁধে ছিলেন। এখন নফল ওমরা করার ইচ্ছা করলে আয়েশা মাসজিদ বা জিরানা থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। তবে জিরানা স্থানটি বেশ দূরে। যখনই ওমরা করার ইচ্ছা করবেন আয়েশা মসজিদে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসবেন। হারাম শরীফ থেকে আয়েশা মসজিদ উত্তর দিকে ৩/৪ কি. মি. সেখানে যেতে হারাম শরীফের পাশে ইব্রাহীম খলীল রোড থেকে ট্যাক্সি পাওয়া যায় টেক্সিতে জনপ্রতি নেয় ৩/৪ রিয়াল। কাউকে সাথে নিয়ে সুবিধা মত গিয়ে ওমরার ইহরাম বেঁধে আসবেন। নফল ওমরা বা তাওয়াফ আরম্ভ করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

মক্কার দর্শনীয় স্থানের যিয়ারা

হজ্জের পূর্বে এই অবসরে আরেকটা কাজ করে নেয়া যায়। তা হল মক্কার দর্শনীয় স্থানগুলো যিয়ারা করা। মক্কায় যিয়ারার স্থান হলঃ আরাফার ময়দান, জাবালে রহমত, মসজিদে নামিরা, মসজিদে মাশআরিল হারাম, মিনা, মসজিদে খাইফ, জামারাত, জাবালে নূর, জাবালে সূর, জান্নাতুল মুয়াল্লা, নবীজির বাড়ী ইত্যাদি।

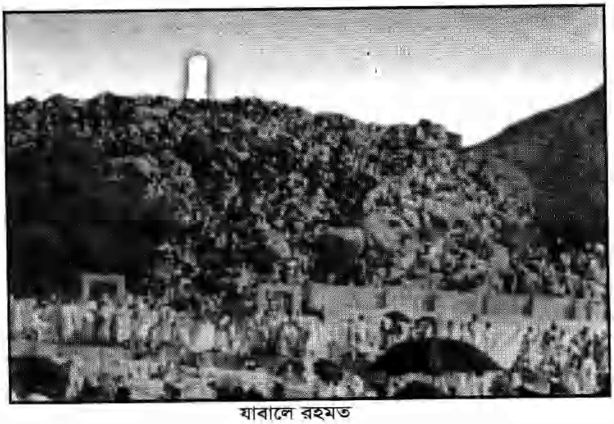

যাবালে রহমত

এ স্থানগুলো দেখে আসতে ৩-৪ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন, হারাম শরীফে নামায পড়ার সুবিধার্তে সকালে নাস্তার পর ৭/৮ টার দিকে যিয়ারায় বের হওয়া ভাল। সে অনুসারে আমীর সাহেব পূর্বেই সাথীদের দিন তারিখ জানিয়ে দিবেন যে, অমুক দিন এতটার সময় সকলকে নিয়ে যিয়ারায় যাব ইনশাআল্লাহ। সবচেয়ে ভাল হয় আমীর সাহেব একটি পতাকা ও হ্যান্ড মাইক নিয়ে দলবদ্ধ ভাবে যিয়ারা করাবেন এবং কাউকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দিবেন না। নির্ধারিত সময়ে আমীর সাহেব গাড়ী রিজার্ভ করে সকলকে নিয়ে যিয়ারায় যাবেন। প্রত্যেকটা স্থানে গাড়ী থেকে নামার সময় আমীর সাহেব ঐ স্থান সম্পর্কে সাথীদের বর্ণনা দিবেন এবং এখানে সম্ভাব্য কতটুকু সময় দেরী করবেন তা বলে দিবেন। সকলে সেই সময় মত এসে গাড়ীতে উঠবেন। কেউ বেশী দেরী করবেন না। প্রতিবছর দেখা যায় যে, এক দুই/জন সাথী সময়মত গাড়ীর নিকটে না আসায় অনন্য সাথীরা খুব পেরেশান হন। অনেক সময় তার তালাশ করার জন্য অন্য লোক পাঠাতে হয়। ফলে সাথীদের মাঝে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। অতএব কেউ এত দেরী করবেন না যে, আপনার জন্য অন্যদের কষ্ট হয়। এসময় কেউ জাবালে নূর বা জাবালে সূরে উঠার চেষ্টা করবে না। প্রয়োজনে পরবর্তীতে আপনি ২-১ জন সাথী নিয়ে আবার যিয়ারা করতে পারবেন। ইচ্ছা করলে তখন বেশী সময় লাগিয়ে তৃপ্তির সাথে সব দেখে আসতে পারবেন।

মদীনায় যাওয়ার প্রস্তুতি

মদীনা! প্রিয় রাসূল যেখানে শুয়ে আছেন। মানুষিক প্রস্তুতি অত্যন্ত জরুরী। যেন আদবের খেলাপ কোন কাজ না হয়।

মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কমপক্ষে ৩/৪ দিন পূর্বে আমীর সাহেব কাফেলার সকল যাত্রীর নাম ও পাসপোর্ট নাম্বার সহ একটি তালিকা মু'আল্লিম অফিসে জমা দিবেন এবং মদীনায় যাওয়ার গাড়ীর কাগজ পত্র মু'আল্লিম অফিস থেকে সংগ্রহ করবেন। ২/১ দিন পূর্বে আমীর সাহেব মদীনায় যাওয়ার তারিখ এবং সময় সকলকে জানিয়ে দিবেন।

সাথীরা মদীনায় নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মাল সামানা গুছিয়ে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন।

যারা মদীনা থেকে দেশে ফিরে আসবেন তারা পূর্বেই তাওয়াফে বিদা সেরে নিবেন। আর যারা হজ্জের পূর্বে মদীনা যাবেন তারা হজ্জ শেষ করে দেশে ফেরার পূর্বে তাওয়াফে বিদা করবেন।

মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

গাড়ী আসার নির্ধারিত সময়ে সকলে অপেক্ষা করতে থাকুন। কাফেলা বড় হলে গাড়ী আপনার হোটেলের সামনেই এসে যাবে। অন্যথায় মু'আল্লিম অফিসের সামনে গিয়ে গাড়ীতে উঠতে হবে। মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব ৪৫০ কিলোমিটার। মদীনায় যেতে সম্ভাব্য সময় লাগবে ৭/৮ ঘণ্টা। তবে অফিসের কাজ সেরে হোটেলে পৌঁছতে আরো বেশ কিছু সময় লেগে যাবে। যাহোক মু'আল্লিমের গাড়ী আসলে আমীর সাহেবের অনুমতিক্রমে দু'আ পড়ে গাড়ীতে উঠুন। নিজ নিজ সিটে বসে পড়ুন। তবে মহিলা ও দূর্বল ব্যক্তিদের সুবিধাজনক স্থানে বসানোর চেষ্টা করুন। মনে মনে সফর আসান হওয়ার জন্য এবং প্রিয় নবীজীর (সা.) রওযা যিয়ারত নসিব হওয়ার জন্য দু'আ করতে থাকুন। মদীনার সফরে বেশী বেশী দুরুদ শরীফ পড়তে থাকুন। গাড়ী কয়েক ঘণ্টা চলার পর পথের মধ্যে উযূ, ইস্তেঞ্জা, নাস্তার জন্য ২০/৩০ মিনিট বিরতি দিবে। সেখানে নেমে হাজাত সেরে নিন। একা একা কোথাও যাবেন না এবং বেশী দেরীও করবেন না। কারণ তাতে সাথীরা পেরেশান হতে পারে। আর গাড়ী আপনাকে রেখেও চলে যেতে পারে। গাড়ী আর কয়েক ঘণ্টা চললেই মদীনায় গিয়ে পৌঁছবে।

মদীনায় গিয়ে গাড়ী প্রথমে শারে' হিজরা অভ্যর্থনা অফিসের সামনে থামবে। গাড়ীর চালক সকলের পাসপোর্ট অভ্যর্থনা অফিসে জমা দিয়ে কাগজপত্র ঠিক করে নিবেন এবং মদীনার আদিল্লা অফিসের ঠিকানা সহ একটি কার্ড প্রত্যেককে দিয়ে দিবেন। এ কার্ড খুব সাবধানে রাখতে হবে। যে কোন সময় এ কার্ডের প্রয়োজন হতে পারে। এখানে অফিসের কাজ শেষ করতে বেশ সময় লাগবে, কোন কোন সময় ৩/৪ ঘণ্টাও লেগে যায়। তাই বিরক্ত হলে চলবে না। কারণ এগুলো সরাসরি অফিসের ব্যাপার। এতে আমীর সাহেবের কোন হাত নেই। গাড়ী অভ্যর্থনা অফিস থেকে আদিল্লা অফিসে আসবে। আদিল্লা অফিসের কাজ শেষ করতেও বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে। তারপর পূর্বে নির্ধারিত মদীনার হোটেলের সামনে গাড়ী গিয়ে থামবে। এবার যার মাল-সামানা নিয়ে নিজ নিজ হোটেলে উঠে পড়ুন।

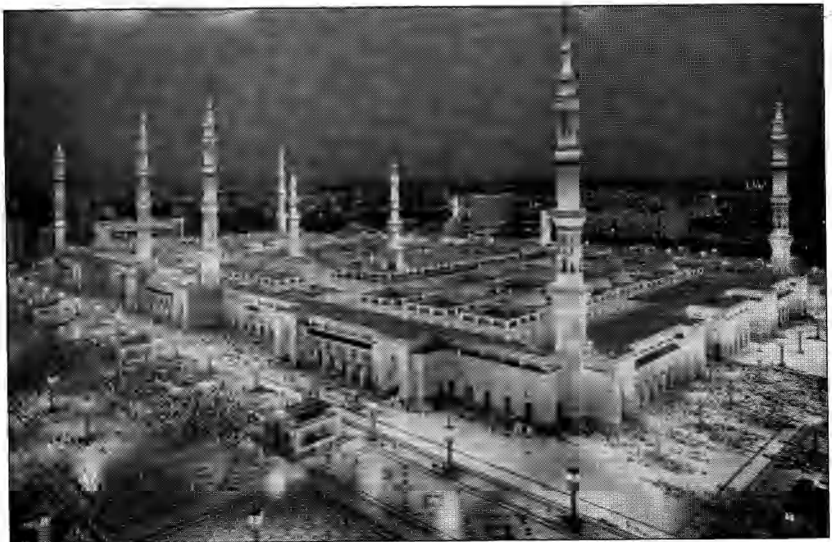

মসজিদে নববীর চিত্র

মসজিদে নববীতে উপস্থিতি ও রওযা পাকে সালাম পেশ

মদীনা হল প্রিয় নবীর (সা.) শহর। এখানে এসে সর্ব প্রথম কাজ হল তার প্রতি সরাসরি সালাম পেশ করা। তাই বিলম্ব না করে আমীর সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী মাল-সামানা নিজ নিজ সিটে রেখে ইস্তেঞ্জা উযূ সেরে নিন। তবে গোসল করা সম্ভব হলে এ সময় গোসল করাই উত্তম। তারপর নতুন কাপড় বা পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে খোশবু লাগিয়ে আবেগ উৎফুল্ল মনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রওযা যিয়ারতের জন্য তৈরী হয়ে যান।

এবার আমীর সাহেব সকলকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রওযা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রওযার উপরে বিদ্যমান সবুজ গম্বুজ নজরে পড়লে তার পূর্ণ মর্যাদা ও আভিজাত্যের কথা স্মৃতিতে ফুটিয়ে তুলুন এবং দু'আ পড়ে ডান পা দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহলী আব্‌ওয়াবা রাহমাতিক।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি এবং অসংখ্য রহমত ও শান্তি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

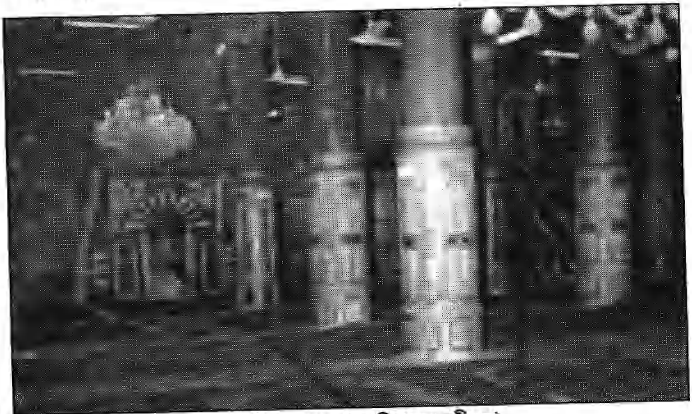

রিয়াদুল জান্নাত (মিম্বারুন নবী স.)

মসজিদে নববীতে বাবে জিব্রাইল দিয়ে প্রবেশ করা ভাল। তবে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায়। ভিতরে প্রবেশ করে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে রিয়াজুল জান্নাতে দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায আদায় করুন। সালাম ফিরিয়ে হজ্জ কবুল হওয়ার জন্য এবং অন্যান্য নেক মাকসাদ পূর্ণ হওয়ার জন্য মন ভরে দু'আ করুন। কারণ এটা দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম স্থান। তবে ফরয নামাযের সময় হয়ে গেলে জামাআতে শরীক হয়ে যান।

নামায আদায়ের পর আমীর সাহেব সাথীদের নিয়ে অত্যন্ত আদব ও ভক্তি সহকারে রওযা পাকের নিকটে আগমন করবেন। কিবলার দিকে পিঠ করে জালির প্রথমে বড় ছিদ্র বরাবর একটু দূরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে দাড়িয়ে প্রিয় নবীর প্রতি সালাম পেশ করুন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ.

যার যতটুকু সালাম জানা আছে তা একটু উচ্চস্বরে পাঠ করতে থাকুন। সালাম পাঠের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। যদি কেহ আপনাকে রাসূল (সা.) এর খিদমতে সালাম পেশ করতে বলে থাকেন তবে এই ভাবে বলুনঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلاَنٍ يَشْفَعُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ

উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ মিন ফুলানিন ইয়াশফাউ বিকা ইলা রাব্বিকা।

অর্থঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুকের পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম পেশ করছি, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার সুপারিশ চাচ্ছে।

তারপর একটু ডান দিকে সরে জালির ৪র্থ ছিদ্র বরাবর দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রতি সালাম পেশ করুন। তারপর আরো একটু ডান দিকে সরে জালির ৫ম ছিদ্র বরাবর দাঁড়িয়ে হযরত ওমর (রা.) এর প্রতি সালাম পেশ করুন।

এরপর সম্ভব হলে পুনরায় রাসূল (সা.) এর রওযা পাকের সামনে এসে আর সম্ভব না হলে একটু দূরে সরে নবীজিকে ওয়াসীলা করে তৃপ্তি সহকারে দু'আ করুন। তারপর সম্ভব হলে হান্নানা স্তম্ভ এবং রিয়াযুল জান্নাতের অন্যান্য বরকতময় স্তম্ভের নিকটে এসে দু'আ ও কান্নাকাটি করুন।

রিয়াজুল জান্নাতের ঐতিহাসিক স্তম্ভ ও অনন্য বরকতময় স্থানগুলি চেনার জন্য আমীর সাহেব বা অভিজ্ঞ কারো সহযোগিতা নিতে পারেন।

মদীনায় অবস্থান কালে করণীয়

মদীনায় অবস্থান কালে কয়েকটি আমলের প্রতি খুব গুরুত্ব দিতে হবে। (১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে নববীতে জামা'আতের সাথে আদায় করা। তবে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায মসজিদে নববীতে তাকবীরে উলার সাথে পড়া উচিত। আমীর সাহেব প্রথমে কয়েক ওয়াক্ত নামায সাথীদের নিয়ে মসজিদে নববীতে পড়ে আসবেন। তারপর সুবিধামত নিজেরা মসজিদে নববীতে গিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করবেন।

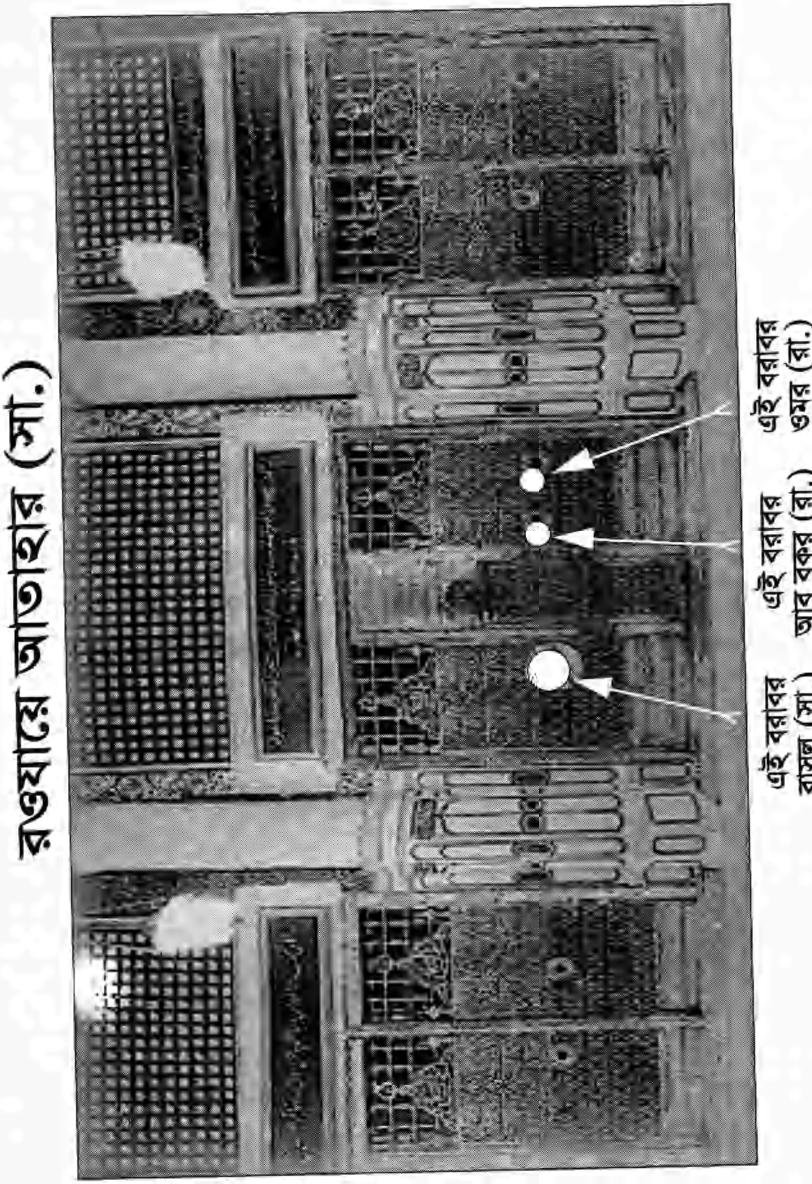

মহিলাদের জন্য প্রতি ওয়াক্ত নামায মসজিদে নববীতে গিয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। তবে একান্তই মসজিদে নববীতে নামায পড়তে চাইলে রাস্তা ঘাট খুব ভালভাবে চিনে নিবেন। মসজিদে নববীতে মহিলাদের নামায়ের আলাদা স্থান আছে। সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। তাই মহিলারা কয়েকজন মিলে এক সাথে যাতায়াত করবেন।

(২) বেশী বেশী দুরুদ পাঠ করা ও রাসূল (সা.) এর রওযায় গিয়ে বারবার সালাম পেশ করা। আমীর সাহেব এক দুইবার সকলকে সাথে নিয়ে নবীজীর রওযা যিয়ারাত করিয়ে আনবেন। তারপর নামাযের আগে বা পরে যখন সুযোগ পান, যাকে সাথে নিয়ে পারেন, যেভাবেই হোক বেশী বেশী রাসূল (সা.) এর রওযা যিয়ারত করুন। কারণ এ সুযোগ হয়তো জীবনে আর নাও পেতে পারেন।

(৩) আহলে বাকীর যিয়ারত করা ঃ জান্নাতুল বাকীতে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন হযরত আব্বাস (রা.) প্রিয় নবীর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমাতুজ জাহরা (রা.), হযরহ উসমান গনী (রা.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও হুজুর (সা.) এর অধিকাংশ স্ত্রীসহ অসংখ্য সাহাবী, তাবেয়ী ও বুজুর্গানে দ্বীন। তাদের কবর যিয়ারাত করাও মুস্তাহাব। তাই যখনই সুযোগ পান জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে যিয়ারাত করে আসবেন। তবে প্রথম বার আমীর সাহেব বা অভিজ্ঞ কাউকে সাথে নিয়ে যাবেন। যেন কার কবর কোনটা তা চিনে আসতে পারেন।

মদীনায় অবস্থানকালে সুযোগ বুঝে আমীর সাহেব সকল সাথীদের জানিয়ে দিবেন যে, আগামী কাল সকালে নাস্তা খাওয়ার পর অমুক স্থান থেকে আমরা সকলে যিয়ারায় যাবো ইনশা-আল্লাহ। অতএব সাথীরা সকলে নির্ধারিত স্থানে সময়মত উপস্থিত হয়ে যাবেন। মদীনায় যিয়ারা করতে সময় লাগে ২/৩ ঘন্টা। সকাল ৮ টায় রওয়ানা হলে ১১ টার পূর্বে হোটেলে ফেরা যায়। আমীর সাহেব যদি পূর্বেই গাড়ীর ব্যবস্থা করে রাখেন তাহলে ভাল হয়। অন্যথায় নানা পরামর্শে অনেক সময় বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় যাহোক দর্শনীয় স্থানে গাড়ী থামার পূর্বে আমীর সাহেব এ স্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দিবেন আর এখানে করণীয় ও বর্জণীয় বিষয়গুলো জানিয়ে দিবেন। এখানে কত মিনিট অবস্থান করবেন তাও বলে দিবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকলে গাড়ীর নিকটে এসে উপস্থিত হয়ে যাবেন। অন্যথায় সাথীরা কষ্ট পাবে। আর গাড়ী চলে গেলে আপনিও সমস্যায় পড়ে যাবেন। এভাবে যিয়ারা শেষ করে ১১টার পূর্বে বাসায় ফিরে আসবেন। যেন ধীরস্থীর ভাবে যোহরের নামায মসজিদে নববীতে গিয়ে আদায় করতে পারেন।

মদীনার দর্শনীয় স্থানের যিয়ারা

মদীনায় বরকতময় দর্শনীয় স্থান হল ঃ ওহুদের ময়দান, হামযা (রা.) এর কবর, মসজিদে কিবলাতাইন, মসজিদে জুমু'আ মসজিদে সাব্'আ বা খন্দক, মসজিদে কোবা, মসজিদে গামামা, জান্নাতুল বাকী ইত্যাদি।

মসজিদে ক্বেবলাতাইন

মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

মদীনায় ৮ দিন অবস্থানের পর মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। আমীর সাহেব ২/৩ দিন পূর্বে মদীনার আদিল্লা অফিসে যোগাযোগ করবেন এবং সাথীদের পাসপোর্ট নাম্বার সহ নামের তালিকা মদীনার আদিল্লা অফিসে জমা দিয়ে মক্কায় যাওয়ার গাড়ীর কাগজ পত্র সংগ্রহ করে নিবেন। ঐ কাগজে মক্কায় যাওয়ার গাড়ীর নাম্বার এবং গাড়ী ছাড়ার তারিখ ও স্থান আরবীতে লেখা থাকবে। ২/৩ দিন পূর্বে আমীর সাহেব মক্কায় যাওয়ার তারিখ এবং সময় সবাইকে জানিয়ে দিবেন।

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মাল সামানা গুছিয়ে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকুন। মদীনা থেকে মক্কার দূরত্ব ৪৫০ কি.মি.। মক্কায় যেতে সময় লাগবে আনুমানিক ১০ ঘন্টা। হালকা শুকনা খাবার এবং এহরামের একসেট কাপড় সহ রাস্তায় প্রয়োজন হতে পারে এমন জিনিষগুলি হ্যান্ড ব্যাগে রেখে অন্যান্য মাল সামানা বড় একটি ব্যাগের মধ্যে রেখে তালা লাগিয়ে দিন।

মু'আল্লিমের গাড়ী আসলে আমীর সাহেবের অনুমতিক্রমে গাড়ীতে উঠে সিটে বসে পড়ুন।

মদীনার বাসা থেকে রওয়ানা হয়ে ২/৩ কি. মি. যাওয়ার পর বীরে আলী নামক স্থানে মিকাত মসজিদের সামনে এসে গাড়ী থামবে। এ মসজিদ মদীনা বাসিদের মিকাত। এখান থেকেই রাসূল (সা.) হজ্জের ইহরাম বেঁধে ছিলেন। তাই আমাদের ও খান থেকে এহরাম বাঁধতে হবে। ইচ্ছা করলে মদীনার বাসা থেকেও ইহরাম বেঁধে আসতে পারেন। তাতে কোন অসুবিধা নেই।

যারা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মদীনায় এসে ছিলেন তারা তিন প্রকার হজ্জের যে কোন ১টির নিয়তে এহরাম বাঁধতে পারেন।

তবে যারা মক্কা থেকে মদীনায় এসেছেন তারা সরাসরি হজ্জের নিয়তে এহরাম বাঁধতে পারেন। ইচ্ছা করলে ওমরার ইহরাম ও বাঁধতে পারেন। কিন্তু যারা হজ্জের নিকটবর্তী সময়ে মদীনা থেকে মক্কায় আসবেন তাদের জন্য সরাসরি হজ্জের এহরাম পরে আসাই সহজ। মনে রাখতে হবে যারা মক্কা থেকে তামাত্তু হজ্জের ওমরা করে এসেছেন, তারা মদীনা থেকে মক্কায় যাওয়ার সময় সরাসরি হজ্জের এহরাম বাঁধেন আর ওমরার এহরাম বাঁধেন উভয় অবস্থাতেই তাদের জন্য কোরবানী করা ওয়াজিব। যাহোক এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম থেকে সঠিক মাসয়ালা জেনে নিবেন।

এহরামের জন্য গোসল করা সুন্নাত। তাই যারা গোসল করবেন তারা বাসা থেকেই এহরামের নিয়তে গোসল করে আসবেন। কারণ এখানে গোসল করতে গেলে আপনার বিলম্বের কারণে অন্য সাথিদের কষ্ট হতে পারে। তাই এহরামের কাপড় নিয়ে অজু করে সরাসরি সমজিদের ভিতর চলে যান। এহরামের উদ্দেশ্যে দুই রাকা'আত নামায আদায় করে (মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে) এহরামের নিয়তে তালবিয়া পাঠ করে এহরাম বেধে নিন। বিলম্ব না করে সংক্ষিপ্ত দোয়া শেষ করে গাড়ির সিটে গিয়ে

বসুন। গাড়ী ৭/৮ ঘণ্টা চলার পর মক্কায় মু'আল্লিম অফিসের সামনে গিয়ে পৌঁছবে। মু'আল্লিম অফিসের কার্যক্রম শেষ করার পর গাড়ী আপনাকে নিয়ে আপনার জন্য নির্ধারিত বাসার সামনে পৌছে দিবে। আমীর সাহেবের পরামর্শ মত মাল সামানা নিয়ে নিজ নিজ সিটে অবস্থান নিন।

হজ্জের ইহরাম ও মিনার প্রস্তুতি

আজ ৭ই যিলহজ্জ। কাল ৮ তারিখ হজ্জের উদ্দেশ্যে মিনায় যেতে হবে। সেখানে চার/পাঁচ দিন থাকতে হবে। হজ্জের কঠিন কঠিন আমলগুলো করতে হবে। তাই ৭ তারিখেই মিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমীর সাহেব দুই তিন দিন পূর্বে মু'আল্লিম অফিস থেকে তাঁবুর কার্ড সংগ্রহ করে রাখবেন। হজ্জের পাঁচ দিন মিনায় ব্যবহারের জন্য কিছু শুকনা খাবার, একটি বিছানার চাদর, একটি প্লেট ও গ্লাস অতিরিক্ত এক জোড়া ইহরামের কাপড়, ইহরাম খোলার পর পরিধানের জন্য এক সেট সাধারণ কাপড়, ব্লেড-রেজার, টয়লেট পেপার ইত্যাদি প্রয়োজন মত গুছিয়ে আলাদা একটি ছোট ব্যাগে নিয়ে নিন।

হজ্জের ইহরাম বেঁধে নিন। হজ্জের ইহরাম হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে যে কোন স্থান থেকে বাঁধা যায়। অতএব গোসল করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ইহরামের কাপড় পরিধান করে নিন। তারপর দু'রাকা'আত ইহরামের নামায আদায় করে হজ্জের নিয়ত করুন।

হজ্জের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ.

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুমা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াসসিরহু লী ও তাকাব্বালহু মিন্নী।"

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমি তোমার উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে চাই, তা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করে লও।

এবার তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে ইহরাম বেঁধে ফেলুন।

মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময়, আমীর সাহেব সাথীদেরকে মিনায় যাওয়ার সময় এবং মিনায় যাওয়ার পর কি করতে হবে তা সংক্ষেপে বলে দিবেন এবং প্রত্যেককে মিনার কার্ড দিয়ে দিবেন। এ কার্ডে মিনার তাঁবুর ঠিকানা আরবীতে লেখা থাকবে। আপনি তাঁবুর ঠিকানা

হারিয়ে ফেললে এ কার্ড দেখিয়ে তাঁবুতে পৌঁছাতে পারবেন। অতএব মিনার ৫দিন এ কার্ডটি খুব গুরুত্বের সাথে হিফাজত করবেন।

৮ তারিখ সকালে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা কিন্তু তখন রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট হবে। গাড়ী পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই তাই সকালের জন্য অপেক্ষা না করে আজ রাতেই মিনায় চলে যাওয়া ভালো হবে। অতএব যারা এখনো হজ্জের এহরাম বাঁধেন নি তারা ইশার নামায আদায় করে ইহরাম বেঁধে নিন।

মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

৭ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে এশার নামায পড়ে সত্তর খাওয়া দাওয়ার কাজ সেরে নিন। নিজ নিজ রুমে মাল সামানা হেফাজত করে হালকা সামানা সাথে নিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকুন।

সাবধান, ভারি কোন মাল সামানা বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিষ মিনায় যেতে সাথে নিবেন না। কারণ অতিরিক্ত মাল সামানা সাথে নিলে এগুলো বহণ করা নিয়ে কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হবেন। যাহোক আমীর সাহেবের নির্দেশ ছাড়া কেই হোটেল থেকে নামবেন না। মু'আল্লিমের গাড়ী বাসার সামনে আসলে আমীর সাহেব সাথিদের নিয়ে গাড়িতে উঠবেন। বাসা থেকে মিনার তাঁবুর দুরত্ব ৩/৪ কি.মি. রাস্তায় যানজট না থাকলে খুব সহজেই মিনায় পৌছে যাবেন। যানজট থাকলে মিনায় পৌছতে বেশ সময় লাগবে। তাই তালবিয়া পড়তে পড়তে মিনার দিকে অগ্রসর হতে থাকুন। মনে রাখবেন আজ মিনার সকল রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট। শুধু মিনার রাস্তায়ই নয় আরাফা, মুযদালিফা সহ সকল রাস্তায়ই যানজট।

মনে রাখুন এখন থেকে আরম্ভ হলো হজ্জের কঠিন কাজ। আসলে কঠিন কিছুই নয় বরং সমস্যা এই যে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে কোন কাজ সময়মত ইচ্ছানুযায়ী করা যাচ্ছে না। তাই আমীর সাহেবকে বা এজেন্সিকে এসব বিষয়ে দোষারূপ করে লাভ নেই কারণ তারা ইচ্ছা করলেই পারবে না। অতএব গাড়ী আসতে বিলম্ব হলে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করুন। না থাকলে দাঁড়িয়েই যেতে হবে।

মিনায় অবস্থান ও করণীয়

মিনার তাঁবুতে পৌঁছার পর আপনার নির্ধারিত তাঁবুতে অবস্থান নিন। মিনার তাঁবুতে জায়গার খুব সল্পতা। তাই হজ্জের এ কয়দিন মিনার তাঁবুতে একটু কষ্টকরে অবস্থান করতে হবে। সাবধান, অতিরিক্ত জায়গা দখল করে অন্যকে কষ্ট দিবেন না। ব ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হবেন না। তাতে আপনি হজ্জে মাবরুর থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

তাঁবুতে আজান একামাতের সাথে জামাতে নামায পড়ার চেষ্ট করবেন। সম্ভব হলে মসজিদে খায়েফে গিয়ে নামায আদায় করতে পারেন। এবং বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন। মিনার তাঁবুতে কোন কোন ক্ষেত্রে খাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তাই সাথে কিছু শুকনা খাবার রাখা ভাল।

তবে আকবর হজ্জ গ্রুপ বাংলাদেশ যেহেতু মিনায় রিতিমত খাবারের ব্যবস্থা করে থাকে তাই আকবর গ্রুপের যাত্রীদের জন্য বাড়তী কোন খাবার সাথে নিয়ে বোঝা ভারী করা প্রয়োজন নেই। মিনার তাঁবুতে বাথরুমের সমস্যা বড় কঠিন। তাই খাবার গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। যেন বাথরুমের হাযাত কম হয়। বিশেষ করে প্রতি নামাযের পূর্বে বাথরুমে খুব চাপ থাকে। তাই নামাযের ওয়াক্তের বেশ পূর্বেই উযূ ইস্তেঞ্জার হাযাত সেরে নেওয়া যেতে পারে। যা হোক এসব ব্যাপারে আমীর সাহেব সুন্দর ভাবে সাথিদের দিক নির্দেশনা দিবেন। মিনার তাঁবুতে অবস্থানের ক্ষেত্রে শরয়ী পর্দার ব্যাপারে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে।

আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই আরাফা থেকে ফেরার পর তাঁবু খুঁজে বের করার জন্য সাথিদের তাঁবুর নাম্বার এবং অবস্থান সম্পর্কে ভাল ভাবে ধারণা দিতে হবে। যেন আরাফা থেকে আসার পথে বা মুযদালিফায় কোন সাথী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে একা একা তাঁবুতে চলে আসতে পারে।

৯ই যিলহজ্জ ফজরের নামাযের পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা। হুজুর (সা.) বিদায় হজ্জে এভাবে রওয়ানা হয়েছিলেন তবে বর্তমান হজ্জ যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকালে আরাফা যাওয়ার গাড়ী পাওয়া খুবই কঠিত তাই রাতেই রওয়ানা হলে আরাফার ময়াদানে পৌঁছা অনেক সহজ।

আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

৯ই যিলহজ্জ আজ হজ্জের দিন। হজ্জে সব থেকে বড় রোকন উকুফে আরাফা বা আরাফায় অবস্থান করতে হবে আজ। মধ্যরাত থেকেই লোকজন রওয়ানা হয়েছে আরাফার উদ্দেশ্যে তাই রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট। সকাল বেলা গাড়ী পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম সুতরাং ইচ্ছা করলে আমীর সাহেব রাতেই সাথীদের নিয়ে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারেন। মিনা থেকে আরাফার দূরত্ব ৫/৬ কি. মি. আরাফায় অবস্থানের সময় সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে কারো পৌঁছতে দেরী হলে সূর্যাস্তের পূর্বে পৌঁছলেই চলবে। কাফেলায় দূর্বল ব্যক্তি না থাকলে ইচ্ছা করলে আমীর সাহেব সাথীদের নিয়ে আরাফার উদ্দেশ্যে হেঁটে রওয়ানা হতে পারেন তবে সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত তাঁবু খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন।

যা হোক এশার নামায পড়ে খাওয়া দাওয়ার কাজ শেষ করে হালকা সামানা নিয়ে আরাফায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকুন। আমীর সাহেব সকল সাথীদের তাঁবু থেকে বের না করে ২/৪ জন সাথী নিয়ে গাড়ির খুঁজে বের হবেন। মু'আল্লিমের গাড়ী পাওয়ার পর ২/৪ জন সাথীকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে বাকী সাথিদের নিয়ে গাড়িতে উঠবেন।

সৌদি মু'আল্লিমের পক্ষ থেকে প্রতি ১০০ জন যাত্রীর জন্য একটি করে বাস দেওয়ার কথা। তাই মহিলা এবং দূর্বল ব্যক্তিদের আগে সিটে বসার ব্যবস্থা করুন। পুরুষগণ সিট না পেলে দাড়িয়ে যাবেন।

আরাফার ময়দানে অবস্থান ও করণীয়

মু'আল্লিমের গাড়ী আপনাকে আরাফায় নিয়ে তাঁবুর পাশে নামিয়ে দিবে। তবে অনেক সময় গাড়ী চালক তাঁবু চিনতে না পেরে অন্যত্র নামিয়ে দিতে চায়। খবরদার তাঁবু ছাড়া অন্য কোথাও নামবেন না। তাঁবুর সামনে গাড়ি থামলে আমীর সাহেবের নির্দেশে নিজ নিজ সামানা নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করুন। আরাফার ময়াদানে অবস্থানের জন্য উযূ গোসল করা সুন্নাত পাশে উযূ গোসলের সু-ব্যবস্থা আছে। সেখানে গিয়ে এস্তেঞ্জা ও উযূ গোসল করে নিন। দুপুর ২টার দিকে সৌদিয়া মু'আল্লিম কর্তৃক হাজী সাহেবদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। আমীর সাহেব কয়েক জন সাথী নিয়ে সকলের জন্য খাবার নিয়ে আসবেন। খাবার খাওয়ার পর জামা'আতের সাথে যোহারের নামায আদায় করে নিন।

মসজিদে নামিরা

আসরের ওয়াক্ত হলে আযান ও একামতের সাথে তাঁবুতে আসরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে নিবেন।

আরাফার ময়দান হল হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর মিলনস্থান। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। তাই এই ময়দান হলো ক্ষমার স্থান। এখানে অবস্থানকালে হাজী সাহেবদের সব চেয়ে বড় আমল হল যিকির-আজকার ও তাওবা ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট বেশী বেশী কান্নাকাটি করা। অতএব, এদিক সেদিক ঘুরা-ফেরা করে সময় নষ্ট করবেন না। একাকী বা ইজতেমায়ীভাবে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেভাবে হোক প্রতিটা মুহূর্ত দু'আ ইস্তিগফার ও কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করুন। হজ্জের সময় জাবালে রহমতে উঠা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই এসময় জাবালে রহমতে উঠার চেষ্টা করবেন না। বরং এ সময় জাবালে রহমতের নিকটেও না যাওয়া উচিত।

ভাল মনে করলে আমীর সাহেব আসরের নামাযের আগে বা পরে তাঁবুর সকল সাথীকে নিয়ে একটি ইজতেমায়ী দু'আর ব্যবস্থা করতে পারেন। আসরের নামাযের পর তাঁবুর আশে-পাশে থেকে দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকুন। এসময় তাঁবু থেকে দূরে কোথাও যাবেন না। কারণ মুযদালিফায় যাওয়ার সময় গাড়ী পেতে খুব কষ্ট হয়। তাই যে কোন মুহূর্তে তাঁবু ছেড়ে গাড়ীর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তাতে সাথীরাও পেরেশান হবেন আর আপনিও কষ্ট পাবেন। কারণ এসময় কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মুযদালিফায় গিয়ে মিলিত হওয়া খুবই কঠিন।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আরাফা ময়দানের সীমানা ত্যাগ করা যাবে না। তবে মুযদালিফায় আসার সুবিধার্থে আগে গাড়ী পেলে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে গাড়ীতে উঠে বসতে পারবেন তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে সব গাড়ী আরাফার ময়দানের সীমানার বাইরে অবস্থান করছে তাতে উঠতে পারবেন না।

মুযদালিফায় গমন ও সেখানে করণীয়

৯ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায না পড়ে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন। অনেক ক্ষেত্রে সময় মত গাড়ী পাওয়া যায় না। গাড়ী পেতে অনেক দেরী হয়ে যায়। তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ মুযদালিফায় পৌঁছে সুবহে সাদিকের পূর্বে মাগরিব ও ইশার নামায পড়তে পারলেই চলবে। বেশী আগে পৌঁছা জরুরী নয়। তবে অপ্রয়োজনে দেরী করা ঠিক নয়। মুযদালিফায় এসে গাড়ী আপনাকে মুযদালিফার যে কোন স্থানে নামিয়ে দিবে। তবে কোন কোন গাড়ী ভিড়ের কারণে মুযদালিফায় না নামিয়ে আশে পাশে অন্য কোথাও নামিয়ে দেয়। অতএব সেখান থেকে মুযদালিফার সিমানার মধ্যে এসে বাথরুম নিকটে দেখে সুবিধা মত সকলেই এক স্থানে অবস্থান করুন। সাথে হালকা বিছানা থাকলে বিছিয়ে নিন। মুযদালিফায় ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করা ওয়াজিব। অতএব প্রস্রাস-পায়খান ও উযূ করে মাগরিব ও ইশার নামাযের জন্য তৈরী হয়ে যান। এক আযান ও এক একামতে প্রথমে মাগরিবের ফরয তারপর ইশার ফরয তারপর মাগরিবের সুন্নাত তারপর ইশার সুন্নাত তারপর বিতির নামায আদায় করে নিন।

কারণ রাত্রি যাপন করা সুন্নাত এবং সুবহে সাদেকের পর কিছু সময় অবস্থান করা ওয়াজিব। তবে দূর্বল মহিলাদের জন্য মুযদালিফায় অবস্থান না করে সরাসরি তাঁবুতে চলে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

বর্তমান হজ্জ যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সৌদী সরকার মিনায় অবস্থানের বেশ কিছু তাঁবু মুযদালিফার সিমানার মধ্যে তৈরী করেছে। তাই আপনার তাঁবু যদি মুযদালিফায় হয়ে থাকে তাহলে আমীর সাহেব ইচছা করলে কাফেলার সবাইকে নিয়ে সরাসরি তাঁবুতে চলে আসতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাঁবুতে অবস্থান করলেই মুযদালিফায় অবস্থানের হুকুম আদায় হয়ে যাবে।

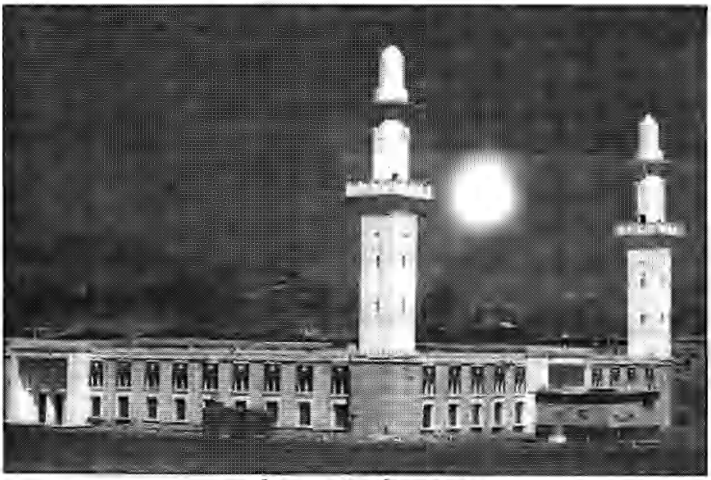

মসজিদে মাশআরিল হারাম

এই সেই মাশ'আরিল হারাম যেখানে বেশী বেশী আল্লাহ্র স্মরণের কথা সরাসরি কোরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ

"তোমরা মাশ'আরিল হারামের নিকটে যিকির কর"। তাই এখানে বেশী বেশী তাসবিহ তাহলিল যিকির ও ইস্তিগফারে মগ্ন থাকতে হবে।

মুযদালিফা থেকে রওয়ানা ও কংকর নিক্ষেপ

১০ই যিলহজ্জ। আজকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বড় জামারায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করা। আউয়াল ওয়াক্তে মুযদালিফায় ফজরের নামায পড়ে কিছু যিকির-আযকার করতে থাকুন। সূর্য উঠার পূর্ব মুহূর্তে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন। কাফেলায় দূর্বল বা মহিলা থাকলে তাদেরকে তাঁবুতে রেখে আসুন। তারা রাতে কংকর নিক্ষেপ করবে। কারণ রাতে কংকর নিক্ষেপ করা তাদের জন্য অনেক নিরাপদ। সূর্য ঢলার পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। তাই তাঁবুতে বিলম্ব না করে যার নিকট যে খাবার আছে তা দিয়ে নাস্তার কাজ সেরে নিন। প্রথম দিন কংকর নিক্ষেপ করা হজ্জের সবচেয়ে কঠিন কাজ। কারণ এ দিন জামারায় প্রচণ্ড ভিড় হয়। কাফেলা থেকে সাথীদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় থাকে খুব বেশী। তাই আমীর সাহেব বাংলাদেশী একটা পতাকা লাঠির মাথায় উঁচু করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। সাথীরা যেন যাতায়াত ও কংকর নিক্ষেপের সময় ঐ পতাকা দেখে নিজ কাফেলা চিনে নিতে পারেন। কারণ হজ্জের তালবিয়া এখানেই

শেষ। তারপর জামারার নিকটে এসে তালবিয়া বন্ধ করে দিন। জামারা থেকে ৫ হাত বা তার থেকে একটু দূরে এমন ভাবে দাঁড়ান যেন কা'বা শরীফ ডানদিকে এবং মিনা বাম দিকে থাকে। প্রতিটা কংকর নিক্ষেপের সময় দু'আ পড়ুন।

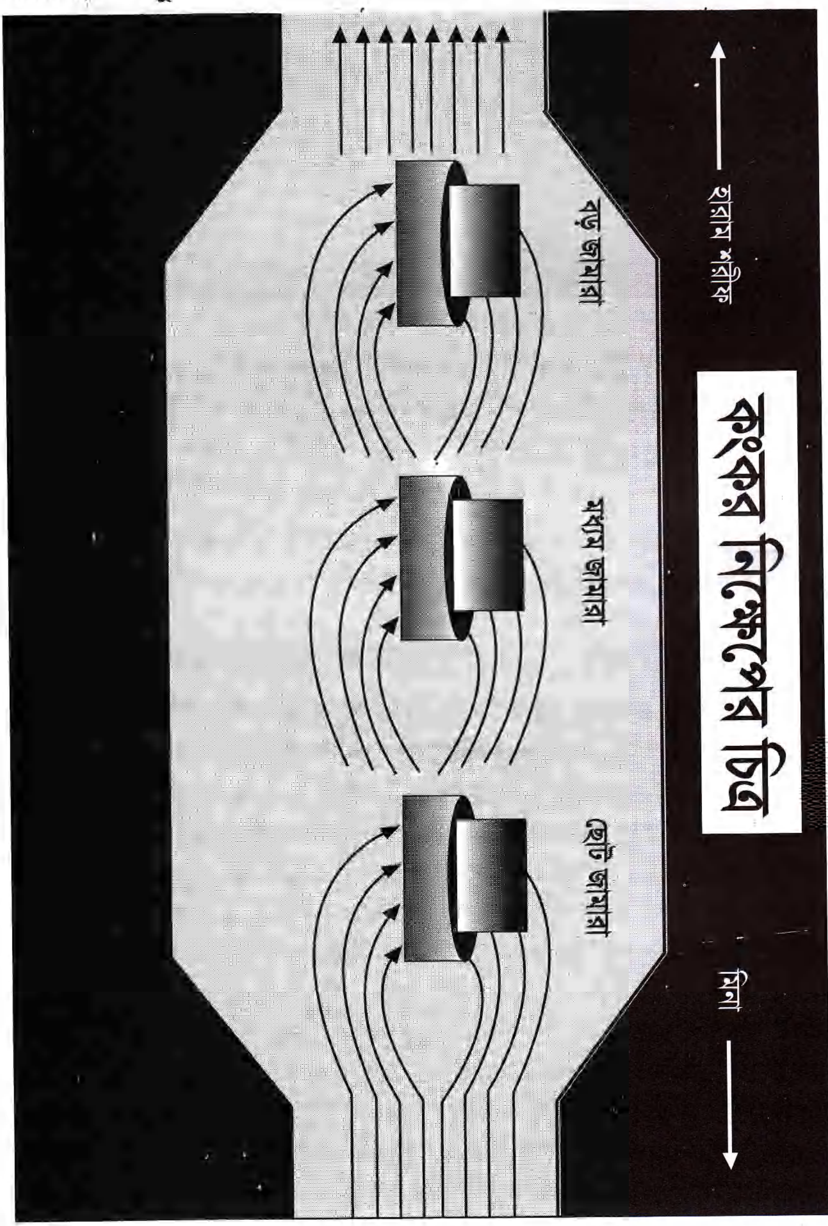

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَ رِضًاءً لِّلرَّحْمٰنِ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার রাগামান লিশ্‌শায়তান ওয়া রিযায়ান লির রহমান।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান। শয়তানকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে এবং দয়ালু মাওলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমি এই কংকর নিক্ষেপ করতেছি।

দু'আ জানা না থাকলে এই দু'আ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার পড়লে চলবে। বৃদ্ধাঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুলে ধরে এমন ভাবে নিক্ষেপ করতে হবে যেন প্রতিটা কংকর বেষ্টনির ভিতরে পড়ে। কোনটা বেষ্টনির বাইরে পড়লে তার পরিবর্তে আরেকটি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। একটি একটি করে প্রত্যেকটি কংকর আলাদা ভাবে নিক্ষেপ করতে হবে। এক সাথে নিক্ষেপ করলে হবে না। কংকর নিক্ষেপের পর জামারার নিকট বিলম্ব করা ঠিক নয়। তাই সত্বর কাফেলার পতাকা তলে চলে আসুন।

দমে শুকুর বা কোরবানী আদায়

তামাত্তু এবং ক্বেরানকারীদের জন্য কোরবানী ওয়াজিব এবং কোরবানীর পূর্বে ইহরাম থেকে হালাল হওয়া যাবে না। এফরাদ হজ্জপালনকারীদের জন্য কোরবানী করা মুস্তাহাব। কাজেই এফরাদকারী ব্যক্তি কোরবানী না করে ইহরাম খুলতে পারেন। স্মরণ রাখবেন এ কোরবানী ঈদুল আজহার কোরবানী নয়। অতএব যারা মক্কায় হজ্জের ১৫ দিন পূর্বে এসেছেন এবং মক্কায় মুকিম হয়ে গিয়েছেন তাদের জন্য ঈদুল আজহার কোরবানী সতন্ত্রভাবে আদায় করতে হবে।

হজ্জের কোরবানী দুই ভাবে করা যায়। এক হলঃ ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে সরকারী ভাবে। আর এক হলঃ নিজেরা পশু খরিদ করে নিজেরাই কোরবানী করা। ব্যাংকে টাকা জমা দিলে কখন কোরবানী হবে তা সঠিক ভাবে জানা মুশকিল। তাই আমীর সাহেব বা অভিজ্ঞ কাউকে সাথে নিয়ে নিজেদের কোরবানী নিজেরাই করা ভাল। কংকর নিক্ষেপের পর যারা কোরবানীর দায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়ে তাঁবুতে চলে আসবেন, আমীর সাহেব তাদের একজনকে জিম্মাদার বানিয়ে তার নিকট পতাকা বুঝিয়ে দিবেন। সে সকলকে নিয়ে তাঁবুতে চলে আসবে।

যারা কোরবানী করার জন্য কোরবানীর স্থানে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিয়ে আমীর সাহেব কোরবানী করতে যাবেন। কোরবানীর পশু খরিদ করে

সকল হাজী সাহেবের নাম লিষ্ট করে প্রত্যেকের নামে নামে আলাদাভাবে কোরবানী করবেন। এমন ভাবে কোরবানী করবেন যেন এ ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি না থাকে। কারণ এ বিষয় নিয়ে হাজী সাহেবদের নানা রকম অভিযোগ থাকে। এই কোরবানীকে কেন্দ্র করে অনেক অপ্রিতিকর ঘটনার কথা শুনা যায়। অতএব আমীর সাহেবকে এ ব্যাপারে খুব সচেতনতার সাথে কাজ করতে হবে।

কোরবানীর পশু জবাই করার সাথে সাথে মোবাইলের মাধ্যমে বা অন্য যে কোন উপায়ে কাফেলাকে জানিয়ে দিতে হবে যে অমুক/অমুক হাজী সাহেবের কোরবানী হয়ে গিয়েছে। তাহকীকের সাথে খবর পাওয়ার পর যাদের কোরবানী হয়ে গিয়েছে। তারা মাথা মুণ্ডিয়ে/চুল ছেঁটে (মহিলারা চুলের অগ্রভাগ থেকে ১ ইঞ্চি পরিমাণ কেঁটে) হালাল হয়ে যাবেন। মহিলা ও দূর্বল ব্যক্তি যারা এখন কংকর নিক্ষেপ করেননি তাদেরকে নিয়ে আমীর সাহেব রাতে সুবিধা মত কংকর নিক্ষেপ করতে যাবেন। কংকর নিক্ষেপের পর সকলকে নিয়ে তাঁবুতে চলে আসবেন। পরের দিন ২-১ জন সাথী নিয়ে আমীর সাহেব এদের কোরবানী করে আসবেন। মোটকথা; তারতীব যেমনই হোক কোরবানীর কাজ খুব হুশিয়ারীর সাথে করতে হবে।

তিন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ

আজ ১১ই যিলহজ্জ। সূর্য ঢলার পর তিন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। সূর্যাস্তের পর সুবেহ সাদেক পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করা যাবে তবে মাকরূহ। মহিলা এবং দূর্বল ব্যক্তিদের জন্য রাতে কংকর নিক্ষেপ করা মাকরূহ নয়। সূর্য ঢলার পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করলে শুদ্ধ হবে না। কাজেই আমীর সাহেব সকাল ১১ টার দিকে দশ তারিখের ন্যায় একটি বাংলাদেশী পতাকা উঠিয়ে কাফেলা নিয়ে জামারাতে কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। তবে এ সময় জামারাতে খুব ভিড় থাকে। তাই ইচ্ছা করলে বিকাল ৪টার দিকে কংকর নিক্ষেপের জন্য যেতে পারেন। তাতে তুলনামূলক ভিড় একটু কম হবে।

যাহোক আজ তিন জামারাতে ৭টি করে ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। কংকর নিক্ষেপের সময় অনেক ক্ষেত্রে কংকর হাত থেকে পড়ে যায়। ভিড়ের কারণে নিচের থেকে কংকর উঠানো মুশকিল হয়ে পড়ে এবং এরূপ করা মাকরূহ। তাই দুই/চারটি কংকর বেশী নেয়া ভাল। মসজিদে খাইফের দিকে প্রথম স্তম্ভটি ছোট জামারা। প্রথমে ছোট জামারায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। জামারা সামনে নিয়ে একটু বামে ঝুঁকে কেবলামুখী হয়ে জামারা থেকে পাঁচ হাত বা তার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা

আঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা একটি একটি করে কংকর জামারার বেষ্টনীর মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে। প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় এই দু'আ পড়বেন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغَمًا لِّلشَّيْطَانِ وَ رِضَاءً لِّلرَّحْمٰنِ.

উচ্চারণ ঃ "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার রাগামান লিশ শায়তানি ওয়া রিযায়ান লির রাহমান"।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান। শয়তানকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে এবং দয়ালু মাওলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমি এই কংকর নিক্ষেপ করতেছি।

দু'আ জানা না থাকলে শুধু বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বললেই চলবে। কংকর নিক্ষেপের পর আমীর সাহেব সকলকে নিয়ে একটু সামনে অগ্রসর হবেন এবং কেবলামূখী দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করবেন।

মাঝের স্তম্ভটি মাধ্যম জামারা। দু'আর পর আমীর সাহেব সকলকে নিয়ে প্রথম জামারার মত একই নিয়মে মাধ্যম জামারায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন। কংকর নিক্ষেপের পর একটু বামে সরে কেবলামুখী হয়ে পূর্বের ন্যায় দু'আ করবেন। তারপর বড় জামারার নিকট গিয়ে পূর্বের ন্যায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। মক্কার দিকে প্রথম স্তম্ভটি বড় জামারা। বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপ করে পূর্বের ন্যায় দু'আ করবেন না এবং এখানে অপেক্ষাও করবেন না। বরং যত তাড়াতাড়ি পারেন আমীর সাহেব সাথীদের নিয়ে তাওয়াফে যিয়ারাতে চলে যাবেন অথবা মিনার তাঁবুতে চলে আসবেন।

জামারাতের চিত্র

তাওয়াফে যিয়ারাত বা ফরয তাওয়াফ

তাওয়াফে যিয়ারত হজ্জের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুকন। তাওয়াফে যিয়ারাত ১০ই যিলহজ্জ সম্পন্ন করা ভাল। তবে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে যে কোন সময় এ তাওয়াফ আদায় করা যায়। ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পরে আদায় করলে দম ওয়াজিব হবে। ১০ তারিখ যেহেতু কোরবানী করার ঝামেলা থাকে তাই তাওয়াফে যিয়ারাত ১১ তারিখ করলে সহজ হয়। তুলনামূলক এদিন ভিড়ও কম থাকে। ১১ তারিখ সূর্য ঢলার পর কংকর নিক্ষেপ করে আমীর সাহেব সকলকে নিয়ে মক্কায় চলে যাবেন এবং পূর্বে যেভাবে তাওয়াফ করেছেন, সে ভাবে তাওয়াফে যিয়ারাত সম্পন্ন করবেন। তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা ওয়াজিব। তবে যারা মক্কায় আসার পর তাওয়াফে কুদুমের সাথে হজ্জের সায়ী করে গিয়েছেন বা হজ্জের এহরাম বাঁধার পর নফল তাওয়াফ করে সায়ী করে গিয়েছেন তাদের তাওয়াফে যিয়ারতের পর আর সায়ী করতে হবে না। তাওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী না করলে সেই তাওয়াফে রমল এবং এজতেবা লাগে না। অন্যথায় প্রথম ৩ চক্করে রমল করতে হবে এবং ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারাত করলে ইযতেবাও করতে হবে। যাহোক এসব ব্যাপারে আমীর সাহেব তাওয়াফের পূর্বে সাথীদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দিবেন। যেন সকলে তাওয়াফ সহ হজ্জের যাবতীয় কাজ সহীহ ভাবে আদায় করতে পারেন। কারণ থাকা ও খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থার পাশাপশি সহীহ ভাবে হজ্জ আদায়ের নিশ্চয়তা নিতান্তই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাওয়াফের পর ওয়াজিবুত তাওয়াফ দুই রাকা'আত নামায পড়ে যমযমের পানি পান করুন এবং যারা হজ্জের পূর্বে সায়ী করেননি তারা পূর্বের নিয়মে সায়ী করে নিন। সায়ী শেষ হলে আমীর সাহেব সকলকে নিয়ে মিনার তাঁবুতে চলে আসবেন। কেহ মক্কার বাসায় থেকে যাবেন না। কারণ এদিন রাতে মিনায় থাকা সুন্নাত। তাছাড়া কিছু সাথী মক্কায় থেকে গেলে খানা-পিনা সহ বিভিন্ন ইন্তেজামে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

তিন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ ও মক্কায় রওয়ানা

আজ ১২ই যিলহজ্জ। সূর্য ঢলার পর তিন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। আজকের কংকর নিক্ষেপের যাবতীয় কাজ ১১ তারিখের ন্যায় একই নিয়মে করতে হবে। ১২ তারিখ কংকর নিক্ষেপের পর মিনায় অবস্থান করলে ১৩ তারিখও কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। অন্যথায় ১৩

তারিখ কংকর নিক্ষেপ করতে হবে না। তাই ১২ তারিখ কংকর নিক্ষেপের পর বিলম্ব না করে মক্কায় চলে আসুন।

যাহোক এদিন মক্কায় যাওয়ার সময় মু'আল্লিমের গাড়ী ঠিকমত পাওয়া যায় না। আবার ভিড়ের কারণে অন্যান্য গাড়ীও মিনায় ঢুকতে পারে না। তাই মাল-সামানা নিয়ে মক্কায় যাওয়া খুব কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়ে। যাহোক ১২ তারিখ সকালে আমীর সাহেব সকল সাথীদের নিয়ে পরামর্শ করবেন। বিশেষ ভাবে পুরাতন হাজী সাহেবদের থেকে খেয়াল নিয়ে ঠিক করবেন যে, কোন তারতীবে মিনার কাজ সম্পন্ন করলে সহজে মক্কায় পৌঁছা যাবে। হজ্জের সফর কষ্টের সফর। অধৈর্য হবেন না এবং আমীরের সিদ্ধান্তের বাইরে কোন কিছু করবেন না। আমীর সাহেব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ দিন মিনার কাজ সম্পন্ন করে মাল-সামানাসহ সাথীদের নিয়ে মক্কায় চলে আসবেন।

১২ই যিলহজ্জ কোরবানী এবং তাওয়াফে যিয়ারাতের শেষ দিন। যাদের কোরবানী বা তাওয়াফে যিয়ারাত বাকী আছে তারা বিলম্ব না করে সূর্যাস্তের পূর্বেই কোরবানী এবং তাওয়াফে যিয়ারাত করে নিন। অন্যথায় বিলম্বের জন্য আপনার উপর দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেউ ইচ্ছা করলে আমীর সাহেবের অনুমতিক্রমে ১২ তারিখ কংকর নিক্ষেপের পর রাত্রে মিনায় অবস্থান করে ১৩ তারিখে সূর্য ঢলার পর নিজ দায়িত্বে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করতে পারেন।

হজ্জের পরের অবসরে করণীয়

১২ তারিখ কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে আপনার হজ্জের কাজ এক পর্যায়ে শেষ হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আপনি এখন হাজী সাহেব। এখন থেকে মদীনা বা দেশে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কোন কাজ নেই। এখন সব চেয়ে বড় আমল পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায বায়তুল্লাহ শরীফে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করা। আর বেশী বেশী তাসবীহ, তাহলীল ও তিলাওয়াতের মধ্যে লিপ্ত থাকা। এছাড়া যখনই সুযোগ পাবেন মন ভরে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করবেন।

ইচ্ছা করলে এ অবসরে নফল ওমরা করতে পারেন। নফল ওমরা নিজের নামে, পিতা-মাতার নামে, শ্বশুর-শাশুড়ির নামে, পীর-ওস্তাদ বা

ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীর নামে মৃত হোক জীবিত হোক যে কেউ এর নামে করতে পারেন। হজ্জের পরে আস্তে-আস্তে মক্কায় ভিড় কম হয়ে যাবে। তাই এসময় সুযোগ বুঝে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে পারবেন। তবে এ ব্যাপারে আমীর সাহেব বা অভিজ্ঞ কাউকে সাথে নিয়ে যাবেন। এদিক সেদিক ঘুরা ফেরা করে সময় নষ্ট করবেন না। তবে দর্শনীয় স্থানগুলো আবার দেখতে চাইলে মনের মিল দেখে ২-১ জন সাথী নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে যিয়ারা করে আসতে পারেন। ইচ্ছা করলে এ সময় জাবালে নূর, জাবালে সূরেও উঠতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় কেনা-কাটা

হাজী সাহেবদের জন্য বেশী কেনা-কাটা করা ঠিক নয়। তবে হাদিয়া বা ব্যবহারের জন্য কিছু কিনতে চাইলে মদীনা থেকে কেনা ভাল। যমযমের পানি ইত্যাদি মদীনায়ও পাওয়া যায়। অতএব, মক্কা থেকে যত হালকা সামানা নিয়ে মদীনায় যাওয়া যায় ততই ভাল। যাহোক মক্কায় কেনা-কাটা করেন আর মদীনায় করেন একা একা কেনা কাটা করবেন না। দেশে ফোন করার প্রয়োজন হলে একা একা যাবেন না। কারণ ভাল মন্দ মানুষ সব জায়গায় আছে।

আমার জানামতে এক হাজী সাহেব দেশে ফোন করে ৫০০ রিয়ালের নোট ফোনের দোকানে দিলে দোকানদার তাকে ২০০রিয়ালের নোট হিসেবে রিয়াল ফেরত দিল। হাজী সাহেব বললেন ঃ আমি ৫০০রিয়ালের নোট দিয়েছি। কিন্তু দোকানদার সরাসরি অস্বীকার করে বসল। অতএব কিছু কিনতে হলে বা ফোন করতে হলে আমীর সাহেব বা অভিজ্ঞ কাউকে সাথে নিয়ে যাবেন। কিনা-কাটার সময় খেয়াল রাখবেন বিমানে ৩০ কিলো মাল বিনা ভাড়ায় নিতে দিবে। তার বেশী মাল নিতে হলে কিলো প্রতি ৪৫ রিয়াল করে ক্যারিং চার্জ দিতে হবে।

মক্কা বা মদীনা থেকে আনার মত জিনিস হলঃ খেজুর, জায়নামায, তাসবিহ, বোরকা, জুব্বা, হাজী রোমাল, কম্বল, স্বর্ণ, যমযমের পানি ইত্যাদি। এছাড়া ওলামায়ে কেরামের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব আছে যা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। মক্কা মদীনা ও জেদ্দার বিভিন্ন স্থানে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বই ও ক্যাসেট বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়। এগুলো আমরা হানাফী মাজহাবের অনুসারীদের জন্য অনুপযোগী। তাই এগুলো না নেয়াই ভাল।

দেশে ফেরার প্রস্তুতি

ফিরতী ফ্লাইটের নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে তিন দিন পূর্বে আমীর সাহেব মু'আল্লিম অফিসে যোগাযোগ করবেন এবং সাথীদের পাসপোর্ট নম্বর সহ নামের তালিকা ও টিকেট দেখিয়ে জেদ্দা যাওয়ার কাগজ পত্র সংগ্রহ করবেন। এ কাগজে জেদ্দা যাওয়ার গাড়ীর নম্বর গাড়ী ছাড়ার স্থান আরবীতে লেখা থাকবে।

একই ফ্লাইটে কমপক্ষে ২০/২৫ জন যাত্রী হলে মু'আল্লিমের গাড়ী বাসার সামনে আসবে। অন্যথায় মু'আল্লিম অফিসে গিয়ে গাড়ীতে উঠতে হবে। এসব ব্যাপারে আমীর সাহেবকে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে। সাথীরা যেন কষ্ট না পায় সে দিকে আগে থেকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

দেশে আসার ২-৩ দিন পূর্বেই কেনা-কাটা এবং দেখা সাক্ষাৎ সেরে নিন। এক কন্টিনার যমযমের পানি নিয়ে নিন। হাদিয়া বা নিজের জন্য কিছু জায়নামায, রুমাল, তাসবিহ, আতর, জুব্বা, বোরকা ইত্যাদি কিনে নিন। এতে হজ্জের কোন ক্ষতি হবে না। জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার বেশ আগেই আপনার মালামাল বা লাগেজ মজবুত করে বেঁধে নিন।

দেশের উদ্দেশ্যে জেদ্দা রওয়ানা

জেদ্দায় রওয়ানা হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে আমীর সাহেব সকল সাথীকে নিয়ে ফেরার পথের আদব ও তারতীব সম্পর্কে নছিহত করবেন এবং সকলকে নিয়ে বিদায়ী মোনাজাত করবেন। মক্কা থেকে জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালের দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার। জেদ্দা পৌঁছতে সময় লাগবে ২-৩ ঘণ্টার মত। গাড়ী আসলে যথাযথভাবে আমীর সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী যার যার মাল-সামানা নিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ুন। সকলের মালামাল সমান নয়। কারো বেশী আবার কারো কম। অতএব একে অপরকে সাহায্য করুন। বিশেষ করে দূর্বলদের প্রতি সবলদের সহযোগিতা অবশ্যই থাকতে হবে।

প্রতিবার শোনা যায় যে, অমুকের মাল পাচ্ছেন না, বা অমুকের মাল গাড়ীর ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাল গাড়ীতে উঠল কিনা তা নিজে দেখে নেয়ার চেষ্টা করুন। আর গাড়ীর ছাদের মাল ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কিনা তা আমীর সাহেব দু' একজন সাথী দ্বারা দেখে নিবেন।

জেদ্দায় পৌঁছে করণীয়

আপনি যদি হজ্জ ফ্লাইটের যাত্রী হন তবে এ গাড়ী আপনাকে হজ্জ টার্মিনালে নামিয়ে দিবে। আর যদি সিডিউল ফ্লাইটের যাত্রী হন তবে হজ্জ টার্মিনালে পাসপোর্ট চেক করে আপনাকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নামিয়ে দিবে। গাড়ী থেকে নামার পর আমীর সাহেব সকলের পাসপোর্ট বুঝে নিবেন এবং সাথিদের মাঝে তা বিতরণ করবেন। এখন থেকে আপনার পাসপোর্ট আপনার কাছেই থাকবে।

গাড়ী থেকে যেখানেই নামেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ মালামাল বুঝে নিন। আমীর সাহেবের অনুমতিক্রমে সকলের মাল সামানা এক জায়গায় রেখে পালাক্রমে ব্যক্তিগত প্রয়োজন সেরে নিন। ফ্লাইটের নির্ধারিত সময় জেনে অপেক্ষা করতে থাকুন। টার্মিনালে খাবারের দাম অনেক বেশী, আবার এজেন্সীর পক্ষ থেকে এখানে খাবারের ব্যবস্থা করা খুব কঠিন তাই এখানে খাওয়ার জন্য মক্কা থেকে আসার সময় কিছু শুকনা খাবার সাথে আনলে ভাল হয়। রাস্তায় সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে বক্সের মাধ্যমে বিভিন্ন খাবার পরিবেশন করে। প্রয়োজনে তা দিয়েও জেদ্দার নাস্তার কাজ সেরে নিতে পারেন।

যান্ত্রিক গোলযোগ বা অন্য যে কোন কারণে অনেক সময় নির্ধারিত সময়ে বিমান ফ্লাই করে না। বরং অনেক দেরীতে ফ্লাই করে। কোন কোন সময় ১/২ দিনও বিলম্বে ফ্লাই করে। এসব ক্ষেত্রে অধৈর্য হওয়া যাবে না। বরং ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে। আসার সময় ঢাকা বিমান বন্দরে এসে বডিংপাশ সংগ্রহ, ইমিগ্রেশন চেক ইত্যাদি যে সমস্ত কার্যক্রম করেছিলেন সে সব কার্যক্রম সেরে বিশ্রামাগারে অপেক্ষা করুন। নির্ধারিত সময়ে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে বিমানে উঠে পড়ুন। আসার পথে বিমানে উঠার পর যে সকল নির্দেশনা ছিল তা এখানেও প্রযোজ্য।

ঢাকা বিমান বন্দরে এসে করণীয়

ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছার পর বিমান থেকে নেমে আমীর সাহেব সকলকে নিয়ে সুবিধা মত একটি জায়গায় একত্রিত হবেন এবং মানুষ হিসেবে দায়-দায়িত্বে ত্রুটির জন্য সকলের থেকে ক্ষমা চেয়ে দু'আ নিবেন। তারপর হাজী সাহেবগণ পরস্পর ক্ষমা চেয়ে দু'আ নিবেন। কারণ এরপর আর একত্রিত হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

এবার পাসপোর্ট চেক শেষ করে মালের বেল্টের পাশে চলে আসুন। জেদ্দা বিমান বন্দরে যে সব মাল বেল্টে দিয়েছিলেন তা এ চলন্ত ফিতা থেকে খুঁজে নিতে হবে। কোন কোন সময় ফিতায় মাল আসতে অনেক দেরী হয়। এমতাবস্তায় যারা হাজী সাহেবকে নিতে এসেছেন তারা বিচলিত হয়ে পড়েন এবং হাজী সাহেব এ ফ্লাইটে এসেছেন কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন না। তাই মাল ফিতায় আসার পূর্বে হাজী সাহেব বাইরে এসে অপেক্ষামান আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত করে যেতে পারেন। তাতে অপেক্ষামান ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

নিজ গৃহে গমন

ঢাকা বিমান বন্দর থেকে গৃহে গমনের সময় নিজ গ্রামে এসে এই দু'আ পড়ুনঃ

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ আ-ইবূনা তা-ইবূনা লি রাব্বিনা হা-মিদূন।

অর্থঃ আমরা (এখন সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি তাওবা করতে করতে এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে।

তারপর বাড়ীর নিকটে এসে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে মসজিদে গিয়ে দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করুন। তারপর বাড়ীতে গিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করে এই দু'আ পড়ুনঃ

تَوْبًا تَوْبًا لِّرَبِّنَا اَوْبًا لَّا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا.

উচ্চারণ ঃ তাওবান তাওবান লিরব্বিনা আওবান লা-ইউগাদিরু আ' লাইনা হাওবা-।

অর্থঃ আমরা তাওবা করতেছি, আমাদের পরওয়াদেগারের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন হয়েছি যাতে আমাদেরকে কোন গুনাহ এর সাথে সম্পৃক্ত করো না।

এরপর দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সফর করার তাওফীক দিয়েছেন এবং হজ্জের মত এত বড় নেয়ামত আপনাকে দান করেছেন সে জন্য শুকরিয়া আদায় করুন এবং পবিত্র ভূমি থেকে পবিত্র হৃদয় নিয়ে নিস্পাপ হয়ে দেশে ফিরেছেন, তাই দেশের জন্য সমাজের জন্য পরিবারের জন্য সকলের জন্য সার্বিক কল্যাণ ও শান্তির দু'আ করুন।

হাজী সাহেব হওয়ার পর আপনার করণীয়

আলহামদুলিল্লাহ আপনি পবিত্র হজ্জব্রত পালন করে এসেছেন। আপনি এখন হাজী সাহেব। লোকে হাজী সাহেব বলা বড় কথা নয়। পবিত্র ভূমি থেকে নিষ্পাপ হয়ে দেশে ফিরেছেন। এখন আর ইচ্ছা মত সব কাজ করা যাবেনা। কোন প্রকার গুনাহে লিপ্ত হওয়া যাবেনা। বেশী বেশী নেক আমল করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করতে হবে। নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত ও যিকির-আযকার করতে হবে। অবশ্য হালাল যে কোন কাজ পূর্বের ন্যায় করতে পারবেন। তাতে কোন দোষ নেই। যাদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে তাদেরকে হজ্জের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

অনেক হাজী সাহেবকে দেখা যায় লোকজন নিয়ে অহেতুক হজ্জের গল্প গুজব করেন। অনেক সময় হজ্জের বিভিন্ন ঘটনাকে বাড়িয়ে-চড়িয়ে বর্ণনা করেন। এরূপ করা নিতান্তই খারাপ কাজ। এতে হজ্জের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব খারাপ অভ্যাস থেকে হিফাযত করুন এবং হজ্জে মাবরূর নছীব করুন । আমীন।

হজ্জের মাসায়েল

হজ্জের ফরয ৩টি ঃ

১। হজ্জের নিয়ত করা, ইহরাম বাঁধা এবং তালবিয়া পাঠ করা। এ তিনটিকেই একের অন্তর্ভূক্ত ধরা হয়।

২। ওকুফে আরাফা অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ দ্বি-প্রহরের পর আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

৩। তাওয়াফে যিয়ারাত করা বা ফরয তাওয়াফ করা

হজ্জের ওয়াজিব ৬টি ঃ

১। সাফা ও মারওয়া সায়ী করা।

২। ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে ইশার ওয়াক্তে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করা।

৩। ১০-১১ ও ১২ই যিলহজ্জ জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা।

৪। হজ্জে ক্বেরান ও তামাত্তুকারীদের জন্য দমে শুকুর (কোরবানী) করা।

৫। মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছাঁটা (মেয়েদের চুলের অগ্রভাগ কাটা)

৬। যারা মক্কাবাসী নন তাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা।

হজ্জের সুন্নাত সমূহ ঃ

১। ইহরাম বাঁধার নিয়তে গোসল করা।

২। হজ্জে ইফরাদ ক্বেরানকারীদের তাওয়াফে কুদুম করা।

৩। যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সেই তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা করা।

৪। ইহরামের জন্য তিন জায়গায় খুৎবা দেয়া।

৫। মিনায় অবস্থান করা।

৬। ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর আরাফায় যাওয়া।

৭। আরাফায় অবস্থানের জন্য যোহরের পূর্বে গোসল করা।

৮। আরাফা থেকে করে সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় গিয়ে রাত্রি যাপন করা।

৯। প্রত্যেক তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা এবং হাজারে আস্ওয়াদকে চুম্বন করা। (সম্ভব হলে)।

১০। হাজারে আস্ওয়াদ চুম্বন করা।

১১। সায়ী করার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে কিছুটা আরোহন করা।

১২। প্রত্যেক তাওয়াফের পর দুই রাকা'আত নফল নামায পড়া।

১৩। সায়ী করার সময় বাতনুল ওয়াদী (অর্থাৎ সবুজ পিলারদ্বয়ের মাঝে) দৌড়ে চলা পুরুষের জন্য এবং বাকী স্থান সাধারণ গতিতে হেঁটে চলা।

১৪। ৮ই যিলহজ্জ মক্কা শরীফ হতে মিনায় গিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া এবং রাতে মিনায় থাকা।

ইহরামের ফরয ২টি–

১। নিয়ত করা। ২। তালবিয়া পাঠ করা।

ইহরামের ওয়াজিব ২টি–

১। মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা। বাংলাদেশী হাজীদের মীক্বাত হল ইয়ালামলাম।

২। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা।

ইহরাম বাঁধার সুন্নাত তরীকা ঃ

ইহরামের পূর্বে মিসওয়াক করে উযূ করা। সম্ভব হলে গোসল করা। নখ কাটা, মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা এবং ভালভাবে শরীর পরিস্কার করা। সাধারণ কাপড় ছেড়ে সাদা রং এর নতুন চাদর ও সেলাই বিহীন

লুঙ্গি এমন ভাবে পরিধান করা যেন, দু'কাঁধ এবং পিঠ ঢেকে যায় ও ইহরামের নিয়তে দু'রাকা'আত সুন্নাতুল ইহরাম নামায পড়ে বসা অবস্থায় মুখে নিয়ত উচ্চারণ করে ইহরাম বাঁধা। ওয়াক্ত মাকরূহ হলে, মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ ঃ

১। খোশবু বা সুগন্ধি ব্যবহার করা।
২। সুগন্ধিযুক্ত তৈল বা সাবান ব্যবহার করা।
৩। পুরুষের জন্য সেলাই যুক্ত কাপড় পরিধান করা।
৪। পুরুষের মাথা ও পা আবৃত্ত রাখা এবং মহিলাদের মাথা খোলা রাখা।
৫। পায়ের পাতার উপরের হাড্ডি জুতা বা মোজা দ্বারা আবৃত্ত করা।
৬। স্ত্রী সম্ভোগ বা সহবাস করা।
৭। যৌন উত্তেজনা মূলক আলাপ-আলোচনা করা।
৮। পশু পাখি শিকার করা বা শিকারে সাহায্য করা।
৯। মাথা বা শরীর হতে উকুন অপসারণ করা বা মেরে ফেলা।
১০। শরীরের যে কান অঙ্গের চুল কাটা, ছেঁড়া বা পরিস্কার করা।
১১। হাত ও পায়ের নখ কাটা।
১২। হরমের পশু পাখি শিকার করা বা তাদের কষ্ট দেয়া।
১৩। হরমের এরিয়ার গাছপালা বা ঘাস কর্তন করা।

ওমরার ফরয ২টি–

১। ইহরাম বাঁধা। ২। তাওয়াফ করা।

ওমরার ওয়াজিব ২টি–

১। সাফা মারওয়া সায়ী করা। ২। মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাটা।

তাওয়াফের ফরয ৩টি–

১। তাওয়াফের নিয়ত করা।
২। বায়তুল্লাহ্‌র বাইরে কিন্তু এর সীমানার ভিতরে তাওয়াফ করা।
৩। নিজে তাওয়াফ করা।

তাওয়াফের ওয়াজিব ৭টি–

১। উযূ করা, শরীর পাক-সাফ রাখা, (হায়েয ও নেসাফ অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয নয়।)

২। সতর ঢাকা।

৩। হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা।

৪। পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা। তবে অক্ষম ব্যক্তি খাটিয়ায় চড়ে তাওয়াফ করতে পারবে।

৫। একনাগাড়ে সাতবার চক্কর দিয়ে তাওয়াফ পূর্ণ করা।

৬। হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে ডানদিক থেকে তাওয়াফ করা।

৭। তাওয়াফ পূর্ণ করে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে গিয়ে দু'রাকা'আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায পড়া।

তাওয়াফের সুন্নাত সমূহ ঃ

১। তাওয়াফের শুরুতে হাজারে আস্‌ওয়াদের দিকে মুখ করা ।

২। যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সেই তাওয়াফে ইযতিবা করা।

৩। যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সেই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা।

৪। বাকী চার চক্কর সাধারণ গতিতে সম্পন্ন করা (মহিলাদের রমল ও ইযতিবা নেই।)

৫। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বক্ষণে হাজারে আস্‌ওয়াদের সোজা খাড়া হয়ে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো।

৬। প্রত্যেক চক্কর শেষ করে হাজারে আসওয়াদে চুমু দেয়া (তবে অন্যের কষ্ট না হয় সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।) (মহিলাদের জন্য রমল ও ইযতিবা করতে হবে না।)

ইযতিবা হলঃ ইহরামের চাদরের ডান মাথা ডান বোগলের নিচে দিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলে দেয়া।

রমল হলঃ হেলে দুলে জোর কদমে বীরের মত চলা।

তাওয়াফের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ ঃ

১। নাপাকী ও ঋতুবর্তী অবস্থায় তাওয়াফ করা।

২। উযূ ছাড়া তাওয়াফ করা।

৩। অক্ষম ব্যতীত হামাগুড়ি দিয়ে তাওয়াফ করা।

৪। তাওয়াফের সময় হাতীমকে শামিল না করা।

৫। তাওয়াফের কোন চক্কর বাদ দেয়া।

৬। হাজারে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য কোন স্থান থেকে তাওয়াফ করা।

৭। তাওয়াফের ওয়াজিব ও রুকন সমূহ থেকে কোন একটি পরিত্যাগ করা।

তাওয়াফের মাকরূহ কাজ সমূহ ঃ

১। অনর্থক কথাবার্তা বলা।

২। বেচা-কেনা করা।

৩। উচ্চস্বরে দু'আ ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা।

৪। নাপাক কাপড় পরে তাওয়াফ করা।

৫। অক্ষমতা ব্যতীত রমল ও ইযতিবা পরিত্যাগ করা।

৬। হাজারে আসওয়াদে ইস্তিলাম না করা।

৭। এক চক্কর দিয়ে পরবর্তী চক্কর দিতে অযথা বিলম্ব করা।

৮। তাওয়াফের শেষে দু'রাকা'আত নামায আদায় না করে পুনরায় তাওয়াফ শুরু করা।

৯। তাওয়াফের নিয়তের সময় তাকবীর ব্যতীত কান পর্যন্ত হাত তোলা।

১০। খুৎবা বা নামাযের সময় তাওয়াফ করা।

১১। তাওয়াফের মাঝে পানাহার করা।

১২। তাওয়াফের সময় নামাযের মত হাত বাঁধা বা কোমরে কিংবা ঘাড়ে হাত রাখা।

সায়ীর শর্ত সমূহ ঃ

১। নিজের সায়ী নিজে করা।

২। প্রথমে তাওয়াফ করে তারপর সায়ী করা।

৩। সাফা থেকে শুরু করা এবং মারওয়া গিয়ে শেষ করা।

সায়ীর ওয়াজিব সমূহ ঃ

১। পায়ে হেঁটে সায়ী করা। (তবে অক্ষমতায় কোন কিছুতে আরোহন করেও সায়ী করা যায়।)

২। সাত চক্কর পূর্ণ করা।

৩। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণভাবে অতিক্রম করা।

সায়ীর সুন্নত সমূহঃ

১। হাজারে আসওয়াদে চুমো খেয়ে সায়ীর জন্য বের হওয়া।

২। তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথে সায়ী করা।

৩। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহন করা।

৪। সাফা ও মারওয়ায় আরোহন করে কেবলামুখী হওয়া।

৫। সায়ীর চক্করগুলো একটির পর একটি আদায় করা।

৬। সবুজ স্তম্ভ দু'টির মধ্যবর্তী স্থানটুকু দৌড়ে অতিক্রম করা।

সায়ীর মুস্তাহাব সমূহ ঃ

১। নিয়ত করা।

২। সাফা এবং মারওয়ায় দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা।

৩। কাকুতি মিনতি ও বিনয়ের সাথে যিকির আযকার ও দু'আ করা।

৪। সায়ী করে বায়তুল্লাহ শরীফে দু'রাকা'আত নামায পড়া।

হজ্জ ও ওমরার দু'আ

হজ্জের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الطَّوَافَ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফা ইয়াসসিরহু লী ও তাকাব্বালহু মিন্নী।

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমি তোমার উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে চাই, তা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করে লও।

ওমরার নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা ইন্নী উরীদুল ওমরাতা ফা ইয়াসসিরহা লী ও তাকাব্বাল্হা মিন্নী।

অর্থঃ ইয়া আল্লাহ! আমি উমরা পালন করার নিয়্যত করছি; আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।

তালবিয়া বা ইহরাম বাঁধার দু'আ ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক।

অর্থঃ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, কোন শরীক নাই তোমার, আমি হাজির, নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই, আর সকল রাজত্বও তোমার, কোন শরীক নেই তোমার।

পরিবার পরিজন থেকে বিদায় নেয়ার সময় এই দু'আ পড়বেন ঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَ اَمَانَتَكُمْ وَ خَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ.

উচ্চারণঃ আসতাওদিউল্লাহা দ্বীনাকুম ওয়া আমানাতাকুম ওয়া খাওয়াতীমা আ'মালিকুম।

অর্থঃ আমি তোমাদের দ্বীন ও ঈমান এবং যাবতীয় আমলের পরিণাম আল্লাহ্‌র হাতে সোর্পীদ করছি।

বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ে আয়াতুল কুরসী ও সূরা কুরাইশ পাঠ করে এই দু'আ পড়বেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা- ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কোন সৎকার্যই সমাধা হয় না এবং অসৎ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা যায় না।

গাড়ী, বিমান ইত্যাদিতে বিসমিল্লাহ বলে ডান পা দিয়ে উঠবেন এবং এ দু'আ পড়বেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাজী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুন ক্বালিবূন।

অর্থঃ অতি পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি এ সমস্ত জিনিসকে আমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, অথচ এসব আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যাব।

বিমান হতে জেদ্দা বিমান বন্দর নজরে পড়লে এই দু'আ পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَ اَعُوْذُ بِكَ شَرَّهَا وَ شَرَّ مَا فِيْهَا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রা হাযিহিল কারইয়াতি ওয়া খায়রা মা ফীহা, ওয়া আউযুবিকা শাররাহা ওয়া শাররা মা-ফীহা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ শহরের ও এর অভ্যন্তরস্থ সকল জিনিসের মঙ্গল কামনা করছি এবং এর ও এর অভ্যন্তরস্থ সকল অকল্যাণ হতে তোমার আশ্রয় কামনা করছি।

তারপর জেদ্দায় অবতরণের পর এই দু'আ পড়বেন ঃ

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْنِىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا.

উচ্চারণ ঃ রব্বি আদখিলনী মুদখালা সিদক্বিঁউ ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদক্বিঁউ ওয়াজয়ালনী মিল্লাদুনকা সুলতানান নাসীরা।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! যেখানে শুভ ও সন্তোষজনক, তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাও, এবং যে স্থান হতে বের হয়ে আসা শুভ ও সন্তোষজনক, তুমি আমাকে সেখান থেকে বের করে আন এবং তোমার নিকট হতে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর।

বায়তুল্লাহ শরীফ দেখা মাত্র এই দু'আ পড়বেন ঃ

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَخْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ ঃ আউযু বি রাব্বিল বায়তি মিনাদ্‌দায়নি ওয়াল ফাখরি ওয়ামিন দ্বীকিস সাদরি ওয়া আযাবিল ক্ববরি।

অর্থঃ আমি কা'বা ঘরের মালিকের নিকট পানাহ চাচ্ছি ঋণ ও অহংকার থেকে, কৃপণতা থেকে এবং কবরের আজাব থেকে।

বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশের সময় এই দু'আ পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اَمْنُكَ وَحَرَمُكَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَ دَمِىْ وَ عَظْمِىْ وَ بَشَرِىْ عَلَى النَّارِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা হাযা আমনুকা ওয়া হারামুকা ওয়া মান দাখালাহু কানা আমিনান ফাহাররিম লাহমী ওয়া দামী ওয়া আযমী ওয়া বাশারী আলান্নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ! এটি তোমার সুরক্ষিত ও পবিত্রস্থান। এখানে যে-ই প্রবেশ করে, সে-ই তোমার আইনে নিরাপত্তা পায়। সুতরাং আমার গোশত, রক্ত, অস্থি ও চর্মকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দাও।

তাওয়াফের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ الطَّـوَافَ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা ইন্নী উরীদুত তাওয়াফা ফা ইয়াসসিরহুলী ও তাকাব্বালহু মিন্নী।

অর্থঃ আয় আল্লাহ, আমি তাওয়াফ করার ইচ্ছা করছি, তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।

তাওয়াফ আরম্ভ করার দু'আ ঃ

بِسْـمِ الـلّٰـهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَـلٰى رَسُـوْلِ الـلّٰـهِ، اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَآءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লিল্লাহিল হামদু ওয়াসসালাতু ওয়াস্সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাসদীকাম বিকিতাবিকা ওয়া ওফায়াম বিআহদীকা ওয়া ইত্তেবায়াল লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন (সা.)।

অর্থঃ আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ্র রমহত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং তোমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে তোমার নিকট দেয়া ওয়াদা পালন করেছি।

তাওয়াফের সময় এই দু'আ পড়বেন ঃ

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا الـلّٰــهُ وَحْـدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَـهٗ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজারে আসওয়াদের দিকে যেতে পড়ার দু'আঃ

رَبَّنَـآ اٰتِـنَـا فِـى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰ خِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَـذَابَ الـنَّـارِ. وَ اَدْخِـلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদদুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা 'আযাবান্নার ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া রাব্বাল আলামীন।

অর্থঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর এবং নেক লোকদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে মহাপরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল। হে বিশ্ব প্রতিপালক।

যমযমের পানি পান করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে এই দু'আ পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّ شِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইল্‌মান নাফিআঁও ওয়ারিযক্বান ওয়াসি'আন ওয়া শিফাআম মিন কুল্লি দায়িন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে উপকারী জ্ঞান, পর্যাপ্ত রিযিক এবং সকল প্রকার রোগ থেকে মুক্তি কামনা করছি।

সাফা এবং মারওয়া পর্বতে উঠার সময় এই দু'আ পড়বেন ঃ

اِنَّ الـصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ

اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ

خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

উচ্চারণ ঃ ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা 'আলাইহি আঁইইয়াত্তাও ওয়াফা বিহিমা ওয়ামান তাতাওও'আ খাইরান ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ কিংবা উমরা করবে এই দু'টির তাওয়াফে (সায়ীতে) তার জন্য দোষ নেই, কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয় আল্লাহ পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ।

সাফা এবং মারওয়া পর্বতে উঠে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে তিনবার আল্লাহু আকবার বলে এই দু'আ পড়বেন ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يُحْيِ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرَ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলক ওয়ালাহুল হাম্‌দু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু বিয়াদিহিল খাইর, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

সায়ীর সময় সবুজ বাতিদ্বয়ের মাঝে এই দু'আ পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তাল আ'আয্‌যুল আকরাম।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দাও ও আমার প্রতি দয়া কর, তুমি মহাপরাক্রমশালী, মহাসম্মানী।

কংকর নিক্ষেপের দু'আ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَ رِضًاءً لِّلرَّحْمٰنِ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার রগামার লিশ্‌শায়তানি ওয়া রিদ্বায়াল লির্‌রাহ্‌মান।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান। শয়তানকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে এবং দয়ালু মাওলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমি এই কংকর নিক্ষেপ করতেছি।

মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে বেশী বেশী দরুদ ও এস্তেগফার পড়বেন এবং মদীনা শহর নজরে পড়লে প্রিয় নবীর কথা স্মরণ করে প্রাণের আবেগে চোখের পানি ফেলবেন আর এই দু'আ পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ لِىْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَ اَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَ سُوْءِ الْحِسَابِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাযা হারামু নাবিয়্যিকা ফাজআলহুলী বিকায়াতাম মিনান্নারি ওয়া আমানাম মিনাল আযাবি ওয়া সূয়িল হিছাবি।

অর্থঃ আয় আল্লাহ! এটি আপনার নবীর পবিত্রস্থান। তা জাহান্নাম থেকে রক্ষা ও শাস্তি থেকে নিরাপদ পাওয়ার এবং হিসাব থেকে মুক্তি পাওয়ার ওসীলা বানিয়ে দাও।

সম্ভব হলে বাবে জিব্রাইল দিয়ে অন্যথায় যে কোন দরজা দিয়ে সুন্নাত তরিকায় মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবেন এবং এই দু'আ পড়বেন।

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْٓ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহমাতিক।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি এবং অসংখ্য সালাত ও সালাম আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর প্রতি বর্ষিত হোক। হে প্রতিপালক! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

আদব ও ভক্তির সাথে রাসূল (সা.)'র রওযা বরাবর এসে এই ভাবে সালাম পেশ করবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ.

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌।

আস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।
আস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ।
আস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ।

অন্যের পক্ষ থেকে এই ভাবে সালাম পেশ করবেন ঃ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

উচ্চারণ ঃ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ মিন ফুলানিবনি ফুলানিন (ফুলানিবনি ফুলানিন এর স্থানে যার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন তাঁর নাম ও পিতার নাম বলবেন।)

অর্থঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুকের ছেলে অমুকের পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম বলছি।

রওযা মোবারকের বিদায়ী যিয়ারাতের পর পড়ার দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ نَبِيِّكَ وَمَسْجِدِهٖ وَحَرَمِهٖ وَيَسِّرْ لِيَ الْعَوْدَ اِلَيْهِ وَالْعُكُوْفَ لَدَيْهِ وَارْزُقْنِى الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرُدَّنَا اِلٰى اَهْلِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ اٰمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاۤ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা তাজ্'আল্ হা-যা আখিরাল্ আহ্দি নাবিয়্যিকা ওয়া মাসজিদিহি ওয়া হারামিহি ওয়া ইয়াসসির লিয়াল আওদা ইলাইহি ওয়াল উক্ফা লাদাইহি ওয়ারযুক্বনিল্ আফ্ওয়া ওয়াল্ 'আফিয়াতা ফিদ্দুন্য়া ওয়াল আখিরাতি ওয়ারুদ্দানা ইলা আহলিনা সালিমীনা গানিমীনা আমীনা বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

নিজ শহর বা গ্রাম দৃষ্টিগোচর হলে পড়ার দু'আ ঃ

آئِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ لِرَبِّنَا حٰمِدُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ আ-ইবূনা তা-ইবূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন।

অর্থঃ আমরা (এখন সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি তাওবা করতে করতে এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে।

নিজ গৃহে প্রবেশ করার পর পড়ার দু'আ ঃ

تَوْبًا تَوْبًا لِّرَبِّنَا اَوْبًا لَّا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا.

উচ্চারণ ঃ তাওবান্ তাওবাল্ লি রব্বিনা আওবাল্ লা-ইউগাদিরু 'আলাইনা হাওবা।

অর্থঃ আমরা তাওবা করতেছি, আমাদের পরওয়াদেগারের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন হয়েছি যাতে আমাদেরকে কোন গুনাহ এর সাথে সম্পৃক্ত করো না।

দিনওয়ারী হজ্জের কার্যক্রম

৮ই যিলহজ্জ ঃ

# মক্কা থেকে ইহরাম বেঁধে যোহরের নামাযের পূর্বে মিনায় গমন	সুন্নাত
# যোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত ৫ওয়াক্ত নামায মিনায় আদায়	সুন্নাত
# মিনায় রাত্র যাপন	সুন্নাত

৯ই জিলহজ্জ ঃ

# সূর্যোদয়ের পর আরাফা ময়দানে গমন	সুন্নাত
# সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফা ময়দানে অবস্থান (কিছু সময়ের জন্য)	ফরয
# সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের নামায আদায় না করে মুযদালিফায় গমন	সুন্নাত
# মুযদালিফায় ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায়	ওয়াজিব
# মুযদালিফায় রাত্র যাপন	সুন্নাত

১০ই যিলহজ্জ ঃ

# সুবহে সাদেকের পর কিছু সময় মুযদালিফায় অবস্থান	ওয়াজিব
# সূর্যোদয়ের অল্প পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা	সুন্নাত
# শুধু মাত্র বড় জামারায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ	ওয়াজিব
# কোরবানী বা দমে শুকুর আদায় (তামাত্তু ও ক্বেরান কারীদের জন্য)	ওয়াজিব
# মাথার চুল ছেঁটে বা মুণ্ডিয়ে ইহরাম থেকে হালাল হওয়া	ফরয
# তাওয়াফে যিয়ারাত করা	ফরয
# সায়ী করা	ওয়াজিব
# মিনায় এসে রাত্রে যাপন	সুন্নাত

১১ই যিলহজ্জ ঃ

# সূর্য ঢলার পর তিন জামারাতে ৭টি করে ২১টি কংকর নিক্ষেপ	ওয়াজিব
# কোরবানী না করে থাকলে কোরবানী করা ও ইহরাম থেকে হালাল হওয়া	ওয়াজিব
# তাওয়াফে যিয়ারাত না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারাত করা	ফরয
# সায়ী করা	ওয়াজিব
# মিনায় রাত্রে যাপন	সুন্নাত

১২ই যিলহজ্জ ঃ

# সূর্য ঢলার পর তিন জামারাতে ৭টি করে ২১টি কংকর নিক্ষেপ	ওয়াজিব
# কোরবানী না করে থাকলে কোরবানী করা ও ইহরাম থেকে হালাল হওয়া	ওয়াজিব
# তাওয়াফে যিয়ারাত না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারাত করা	ফরয
# সায়ী করা–	ওয়াজিব
# সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করা	জায়েয
# মক্কা থেকে বিদায় হওয়ার পূর্বে তাওয়াফে বিদা' করা।	ওয়াজিব

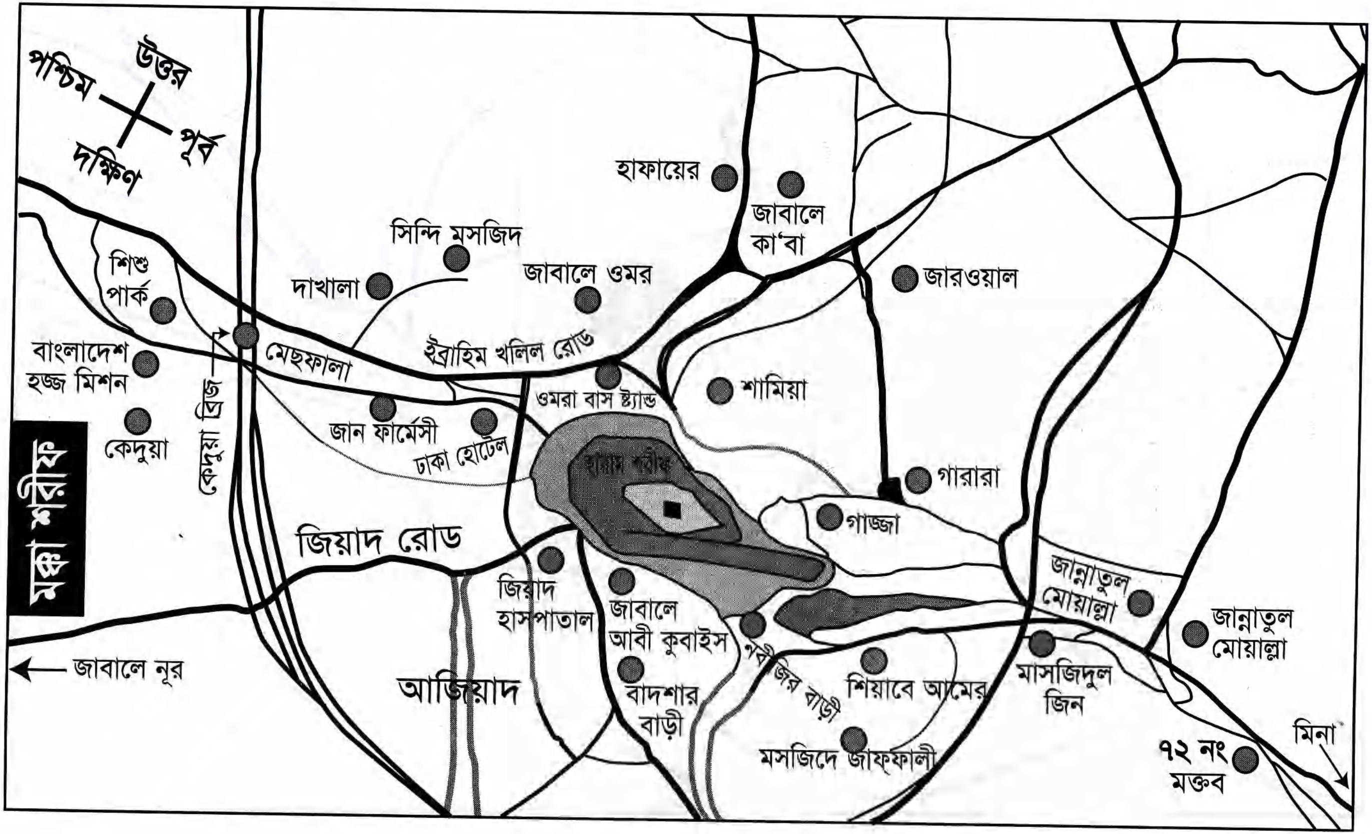

মক্কা শরীফ
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ
হাফায়ের
জাবালে কা'বা
সিন্দি মসজিদ
জাবালে ওমর
জারওয়াল
দাখালা
শিশু পার্ক
বাংলাদেশ হজ্জ মিশন
কেদুয়া ব্রিজ
মেছফালা
ইব্রাহিম খলিল রোড
ওমরা বাস ষ্ট্যান্ড
শামিয়া
জান ফার্মেসী
ঢাকা হোটেল
কেদুয়া
হারাম শরীফ
গারারা
গাজ্জা
জিয়াদ রোড
জিয়াদ হাসপাতাল
জাবালে আবী কুবাইস
জান্নাতুল মোয়াল্লা
জান্নাতুল মোয়াল্লা
নবীজির বাড়ী
শিয়াবে আমের
মাসজিদুল জিন
জাবালে নূর
আজিয়াদ
বাদশার বাড়ী
মসজিদে জাফফালী
৭২ নং মক্তব
মিনা

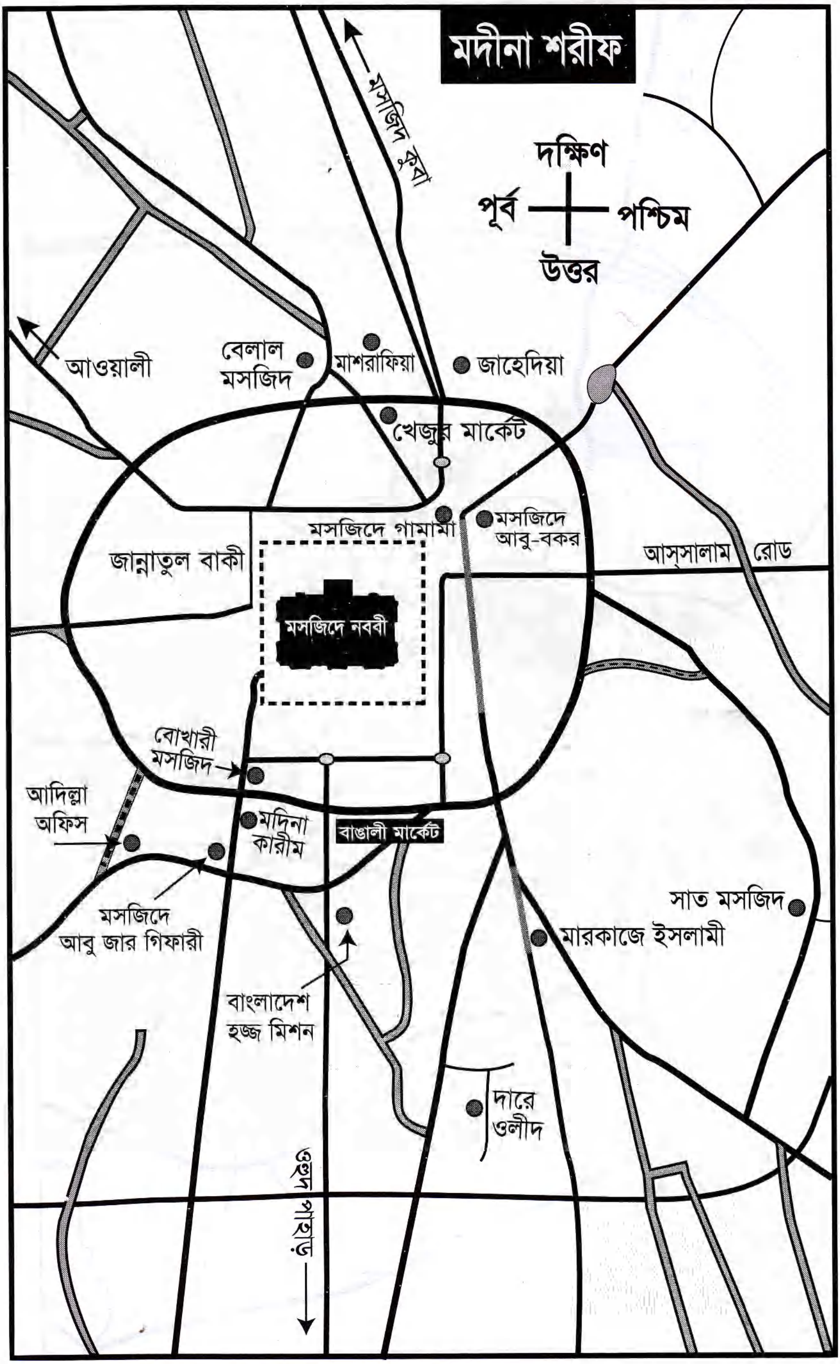
মদীনা শরীফ
মসজিদে কুবা
দক্ষিণ
পূর্ব
পশ্চিম
উত্তর
আওয়ালী
বেলাল মসজিদ
মাশরাফিয়া
জাহেদিয়া
খেজুর মার্কেট
মসজিদে গামামা
মসজিদে আবু-বকর
জান্নাতুল বাকী
আস্‌সালাম রোড
মসজিদে নববী
বোখারী মসজিদ
আদিল্লা অফিস
মদিনা কারীম
বাঙালী মার্কেট
সাত মসজিদ
মসজিদে আবু জার গিফারী
মারকাজে ইসলামী
বাংলাদেশ হজ্জ মিশন
দারে ওলীদ
ওহুদ পাহাড়

দেশ বরেণ্য
ওলামায়ে কেরামের
নেতৃত্বে পরিচালিত
হজ্জ ও ওমরাহ যাত্রীদের সেবায়
বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান

আকবর হজ্জ গ্রুপ বাংলাদেশ
সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ট্রাভেল এজেন্ট

আকবর ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনাল
সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ট্রাভেল এজেন্ট

সুহাইল এয়ার ইন্টারন্যাশনাল
সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ট্রাভেল এজেন্ট

ওহী ট্রাভেলস (হজ্জ) এজেন্ট
সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ট্রাভেল এজেন্ট

হজ্জ, ওমরাহ ও বিশ্বের যে কোন দেশের
এয়ার টিকেটের জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

১৬৬-১৬৭, আলরাজী কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)
সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরণী, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭২৫-৩১৬৬৫৫, ০১৭১১-৯৫৫৯৮৮

আকবর